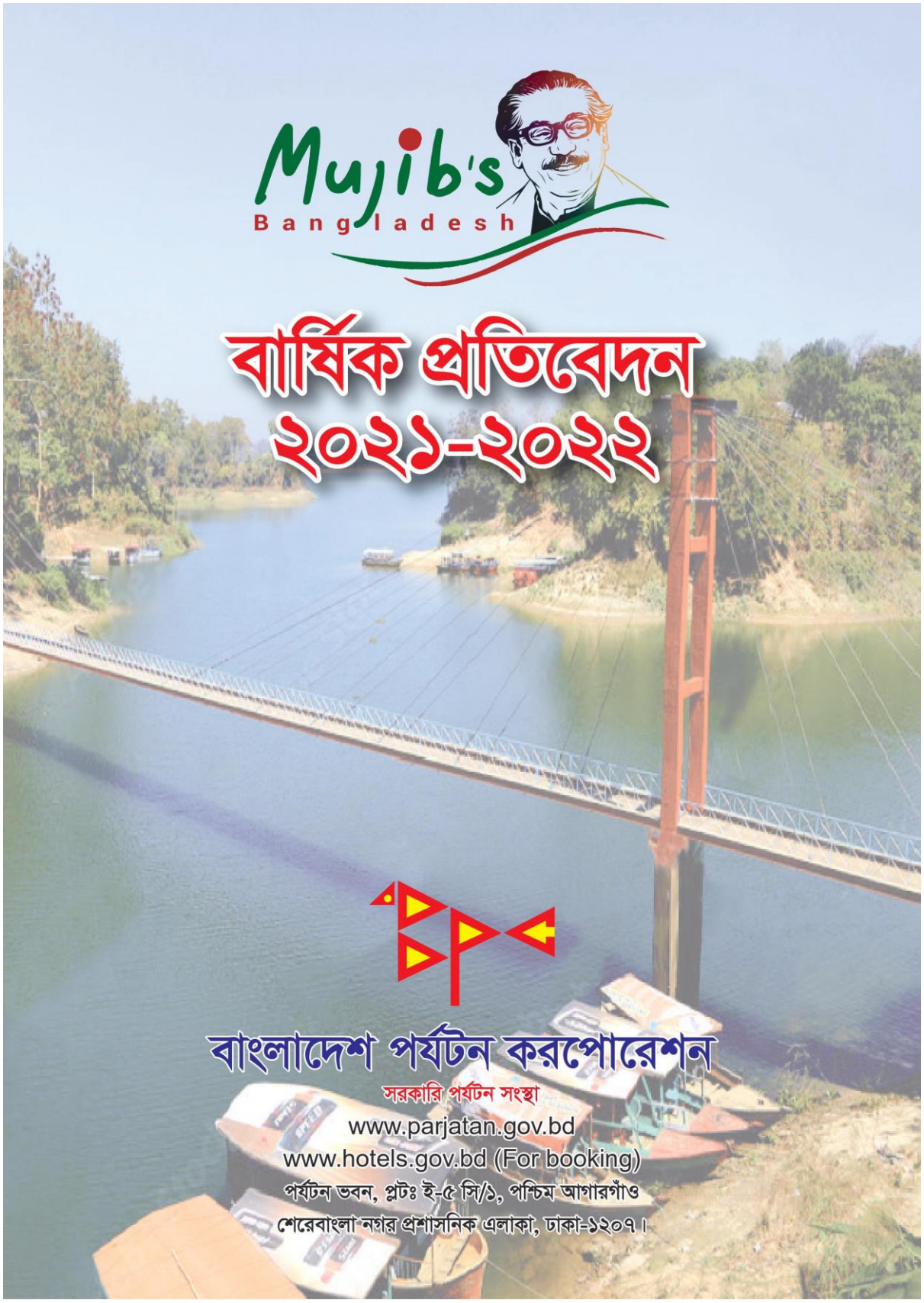

Mujib's Bangladesh

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

সরকারি পর্যটন সংস্থা

www.parjatan.gov.bd
www.hotels.gov.bd (For booking)
পর্যটন ভবন, প্লটঃ ই-৫ সি/১, পশ্চিম আগারগাঁও
শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭।

মুখবন্ধ

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সংস্থার গত এক বছরের আয়-ব্যয়, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রশাসনিক কার্যক্রম, মানব সম্পদ উন্নয়ন, বাণিজ্যিক ইউনিটগুলোর সংস্কার ও মেরামতসহ সরকারি কোষাগারে ভ্যাট ও ট্যাক্স এবং লভ্যাংশ জমা প্রদানের সকল তথ্যাদি এই প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে। মহামারি কোভিড-১৯ এর দুর্যোগ কাটিয়ে সংস্থার বাণিজ্যিক সাফল্য আনয়নের জন্য সংস্থার উচ্চ পর্যায় থেকে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গত অর্থ বছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বাণিজ্যিক সাফল্য আনার ক্ষেত্রে ব্যাপক নজরদারিসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যেমন: বাপক ভ্রমণ ইউনিটের মাধ্যমে স্বপ্নের পদ্মা সেতু এবং টুঙ্গীপাড়াস্থ জাতির পিতার সমাধিসৌধ এবং কুয়াকাটায় ভ্রমণসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্যাকেজ ট্যুর চালুকরণ, ইউনিট ব্যবস্থাপকদের আয় বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবনী কর্মপন্থা নির্ধারণ, ফুড মেন্যুতে বৈচিত্র আনয়ন, আবাসিক কক্ষের সংস্কার ও মেরামত, খাদ্যোৎসব আয়োজন, বিশ্ব পর্যটন দিবস পালন ইত্যাদি। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের কাজের অধিক্ষেত্র অনুযায়ী মূল লক্ষ্য হচ্ছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনে সহায়তা করা।

গত এক বছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সরকারি বরাদ্দকৃত ১০ (দশ)টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪৬.৭৫ কোটি টাকার বিপরীতে ৪০.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের হার ৮৭.১০%। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরিশাল, কুমিল্লা, সিলেট, শেরপুর, নাটোর, নেত্রকোণা, রংপুর, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাট এবং গাজীপুর জেলায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন করা হয়েছে।

২০১৭-২০২২ অর্থ বছরে চলমান ৪৩৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ন্যাশনাল হোটেল এ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এবং হোটেল অবকাশের মেরামত ও সংস্কার কাজ গত অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া পর্যটন বর্ষের আওতায় চলমান প্রকল্প গাজীপুরস্থ সালনা রিসোর্ট এবং পিকনিক কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ গত অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে যা ইতোমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হয়েছে। একই সঙ্গে নির্মাণ কাজ সমাপনান্তে অনেকগুলো ইউনিট চালু করা হয়েছে যেমন: নেত্রকোণার বিরিশিরি এলাকায়, সিলেটের লালাখাল, কুমিল্লার জোড়কানন এবং নাটোরের রাণী ভবানী রাজবাড়ী এলাকায় ওয়াশ ব্লক। উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁয়ের বারদীস্থ প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ জ্যোতি বসুর পৈতৃক বাড়ি এলাকায় নির্মিত পিকনিক শেড ও পর্যটন কেন্দ্র এবং সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুরে বিভিন্ন সুবিধাদি সম্বলিত পর্যটন কেন্দ্র। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর থেকে পদ্মা সেতু, টুঙ্গীপাড়া, কুয়াকাটা এবং দেশের বিভিন্ন পর্যটন এলাকাগুলোতে নিয়মিত প্যাকেজ ট্যুর পরিচালনা গত অর্থবছর থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

গত অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতার কারণে আগস্ট মাসের শেষ দিকে সরকার কর্তৃক পর্যটন সেক্টর উন্মুক্ত করা হয়। সেপ্টেম্বর মাস থেকে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রায় ৯.৪৩ লক্ষ টাকা নীট লাভ করতে সক্ষম হয়। সেই থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন লাভের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। সংস্থার মুনাফা অর্জন এবং অতিথিদের উন্নত সেবার মানের পরিধি বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বেশ কয়েকটি ইউনিটে কিড্স জোন স্থাপন করা হয়েছে। সংস্থার বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহে গতিশীলতা, জবাবদিহিতা এবং কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ইউনিটগুলো আইপি ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাপক এর হোটেল-মোটেলগুলোতে অন-লাইন বুকিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে। দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়সহ সংস্থার হোটেল-মোটেলগুলোর ইউনিট ব্যবস্থাপকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। অতিথি সেবায় আরো দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন মোটিভেশন এবং প্রণোদনা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বাপক এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন

চুক্তির সকল কর্মসূচি এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসমূহ যথানিয়মে এবং যথাসময়ে সম্পন্নকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের মিশন ও ভিশন এবং বিভিন্ন লক্ষ্য যেমন: আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশে হওয়া এবং ২০৭৫ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য সচেষ্ট আছে। এই উদ্দেশ্যে বাপক'র অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন ইতঃপূর্বে শুরু হয়ে এখনও চলমান রয়েছে, যেমন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত পারকীতে ৭১২৫.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন; নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপে ৪৯৬১.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা শেখ হাসিনা সেতু সংলগ্ন এলাকায় ৪৬৩৮.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোটেল, এ্যামিউজমেন্ট পার্ক, আম্রপল্লী স্থাপন; ১১৬.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বরিশালের দূর্গাসাগর দীঘিকে কেন্দ্র করে পর্যটন সুবিধাদি স্থাপন; নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জের আদর্শনগরে ৯৮৬.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ; কক্সবাজারস্থ খুরুশকুলে শেখ হাসিনা টাওয়ারসহ পর্যটন জোন স্থাপন; দেশের অভ্যন্তরে পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকায় ট্যুর পরিচালনার লক্ষ্যে ০৬টি ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহ; এবং সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরে ইকো-কটেজ নির্মাণসহ বিভিন্ন সুবিধাদি প্রবর্তনের কাজ চলমান রয়েছে। আশা করা যায় এসকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে র্কমসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, যুবসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পর্যটনে সম্পৃক্তকরণ, গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি ব্যাপক দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বাৎসরিক এই প্রতিবেদনে যেসকল তথ্য-উপাত্ত এবং বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা যথাযথ, সাবলীল এবং সুপাঠ্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। আমি আশা করছি এই প্রতিবেদনটি দেশের ভ্রমণপিপাসু মানুষ, পর্যটন গবেষক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপকারে আসবে। এই প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্তে কোন ভুল-ত্রুটি পাঠকদের নজরে আসলে আমরা তা সংশোধনের চেষ্টা করব। এছাড়া প্রতিবেদনের বিষয়ে কোন সমালোচনা বা পরামর্শ থাকলে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে, বাৎসরিক প্রতিবেদনটি প্রস্তুতকরণে এই সংস্থার যেসকল কর্মকর্তা শ্রম এবং মেধা দিয়েছেন তাদের সকলকে সাধুবাদ জানাই।

মোঃ আলি কদর
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)

১) ভূমিকা:

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং: ১৪৩ এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যটন সংস্থা 'বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি এর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আলোকবর্তিকা হিসেবে পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান, আন্তর্জাতিক মানের অনুপম পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটনে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে সর্বদাই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

২) দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

- ✓ অভ্যন্তরীণ পর্যটন অবকাঠামো সৃষ্টি;
- ✓ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান;
- ✓ দেশে ও বিদেশে পর্যটন এর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি, পর্যটন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট বা সহায়ক সকল কার্য সম্পাদন;
- ✓ দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ✓ সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণ;
- ✓ পর্যটন বা এর সহায়ক কাজে নিয়োজিত বা নিয়োজিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ✓ সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, বিদেশের সাথে পর্যটন চুক্তি সম্পাদন;
- ✓ পর্যটন সংক্রান্ত নানামুখী গবেষণা এবং প্রচার প্রচারণা পরিচালনা;
- ✓ পর্যটকদের জন্য হোটেল, রেস্টুরেন্ট, রেস্ট-হাউজ, পিকনিক স্পট, ক্যাম্পিং সাইট, থিয়েটার, বিনোদন পার্ক, ওয়াটার স্কিইং সুবিধা ও পর্যটকদের জন্য বিনোদন কেন্দ্র অধিগ্রহণ, প্রতিষ্ঠা, নির্মাণ, আয়োজন, সংস্থান এবং পরিচালনা;
- ✓ ট্রাভেল এজেন্সি গঠন এবং/বা দলবদ্ধ ভ্রমণ আয়োজনের জন্য রেলওয়ে, শিপিং কোম্পানি, এয়ারলাইন্স, জলপথ ও সড়ক পরিবহনের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা।

৩) সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক)- এ নির্বাহী প্রধান হিসেবে একজন চেয়ারম্যান সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রয়েছেন। যিনি করপোরেশনের সাধারণ কার্যাবলী সম্পাদন করেন। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে করপোরেশনে একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। সম্প্রতি 'বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) আইন-২০২২' জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। উক্ত আইন অনুসারে বাপক-এর জন্য ১১ (এগারো) সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকবে। পরিচালনা পর্ষদ-এর প্রেসিডেন্ট হবেন সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি। অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন: ক) চেয়ারম্যান, বাপক, খ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নয়), গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নয়), ঘ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয় মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নয়), ঙ) জননিরাপত্তা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নয়), চ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নয়), ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বাপকের দুইজন পরিচালক, জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত দুইজন বেসরকারি প্রতিনিধি।

৪) মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা:

ক) জনবল:

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠার সময় ১৩৭২ পদবিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদন দেয়া হয়। অতঃপর ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের জন্য ২২৮টি এবং বাণিজ্যিক ইউনিটের জন্য ৪৩১টি পদসহ মোট (২২৮ + ৪৩১) = ৬৫৯ পদবিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক ০২-০৯-১৯৯৫ তারিখে ৩২টি পদ এবং ২৭-০১-২০২২ তারিখে ২৩টি পদ (৩২+২৩) = ৫৫টি পদ জিও দ্বারা সৃষ্টি করায় মোট পদ দাঁড়ায় ৭১৪। একই সাথে উক্ত পদ হতে গত ২৭-০১-২০২২ তারিখে ০৫টি পদ বিলুপ্তি আদেশ জারী করা হয়, ফলে মোট অনুমোদিত পদ দাঁড়ায় (৭১৪ - ৫) = ৭০৯টি।

ক্রমিক	পদের নাম	এনাম কমিটি অনুমোদিত প্রধান কার্যালয়	এনাম কমিটি অনুমোদিত বাণিজ্যিক ইউনিট	সরকার অনুমোদিত (জিও দ্বারা সৃষ্ট) প্রধান কার্যালয়	মোট	বর্তমানে কর্মরত	শূন্য পদ
১.	কর্মকর্তা	৭১	৭৮	৪৫	১৯৪	১৭৯	১৫
২.	কর্মচারী	১৫২	৩৫৩	১০	৫১৫	১৮৮	৩২৭
	সর্বমোট	**২২৩**	**৪৩১**	**৫৫**	**৭০৯**	**৩৬৭**	**৩৪২**

বর্তমানে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এ বিভিন্ন পদে ৩৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

কর্মকর্তা/কর্মচারী

- মোট কর্মরত জনবল: কর্মকর্তা ১৭৯ জন + কর্মচারী ১৮৮ জন = ৩৬৭ জন
- কার্যসহকারী হিসেবে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কর্মরত জনবল = ৫৭২ জন

খ) প্রশিক্ষণ :

ন্যাশনাল হোটেল এ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (NHTTI)- Centre of Excellence

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল হোটেল এ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (NHTTI) প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে অদ্যাবধি দেশের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি পর্যটন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে পরামর্শমূলক সেবা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। আতিথেয়তায় আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এনএইচটিটিআই বাংলাদেশের প্রথম ইন্সটিটিউট। ইন্সটিটিউটের লক্ষ্য হলো উচ্চাকাঙ্খী ছাত্রছাত্রীদের যোগাযোগ থেকে প্রযুক্তিগত দক্ষতা পর্যন্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা দিয়ে তৈরী করা, যাতে তারা পর্যটন শিল্পে চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত হতে পারে। এনএইচটিটিআই এর অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক রয়েছে যারা শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের নির্দেশনাই দেয় না, চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। পর্যটন শিল্পে চাকরিপ্রাপ্ত স্নাতকদের মধ্যে এনএইচটিটিআই সর্বদা অগ্রগণ্য। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই দক্ষ জনবলের অধিকাংশই বর্তমানে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, গেস্ট হাউজ, ট্রাভেল এজেন্সি, এয়ারলাইন্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে।

NHTTI **হতে নিম্নে বর্ণিত কোর্সসমূহ নিয়মিতভাবে দুই শিফটে (সকাল ও বিকাল) পরিচালনা করা হচ্ছে:-**

ক্র: নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদকাল
১	ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট	২ বছর
২	ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট	১ বছর

৩	ডিপ্লোমা ইন কালিনারী আর্টস এ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট (শুধুমাত্র শুক্র ও শনিবার)	১ বছর
৪	প্রফেশনাল শেফ কোর্স	১ বছর
৫	প্রফেশনাল বেকিং কোর্স	১০ মাস
৬	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফ্রন্ট অফিস এ্যান্ড সেক্রেটারিয়াল অপারেশন্স	১৮ সপ্তাহ
৭	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন্স	১৮ সপ্তাহ
৮	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস	১৮ সপ্তাহ
৯	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন হাউজকিপিং এ্যান্ড লন্ড্রি অপারেশন্স	১৮ সপ্তাহ
১০	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন বেকারি এ্যান্ড পেস্ট্রি প্রোডাকশন্স	১৮ সপ্তাহ
১১	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ট্যুর গাইড এ্যান্ড ট্রাভেল এজেন্সি অপারেশন্স	১৮ সপ্তাহ
১২	স্পেশাল ফাস্টফুড, স্ন্যাক্স এ্যান্ড ডেজার্ট বেকারী কোর্স (শুধুমাত্র শুক্র ও শনিবার)	৫ সপ্তাহ
১৩	ফুড হাইজিন এ্যান্ড সেনিটেশন	৩ সপ্তাহ
১৪	Teen শেফ কোর্স	৩ সপ্তাহ

এনএইচটিটিআই মোট ০.৭৬৮০ একর জমির উপর ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১২৮১ জনকে প্রশিক্ষিত করা হয়।

এনএইচটিটিআই

এনএইচটিটিআই- এর প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত ন্যাশনাল হোটেল এ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে ১৮ সপ্তাহ ব্যাপী ৬টি ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্সে ৫২৫ জন (পাশ- ৫০৫), ৫টি ২ বছর ও ১ বছরের দীর্ঘ মেয়াদী কোর্স যেমন ডিপ্লোমা ইন হোটেল এ্যান্ড ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট ও শেফ কোর্সে ২৯২ জন (পাশ- ২৬২) ও ২২টি স্বল্প মেয়াদী কোর্সে ৪৬৪ জন (পাশ- ৪৬৪)কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মমুখী করে গড়ে তোলার জন্য মোট ১২৮১ জন (পাশ- ১২৩১) প্রশিক্ষণেচ্ছুদেরকে ভর্তি করা হয়। এনএইচটিটিআই পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সে এ যাবৎ প্রায় ৫১,২৮১ (একান্ন হাজার দুই শত একাশি) জন ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এ সকল প্রশিক্ষিত জনবল দেশে এবং দেশের বাইরে পর্যটন ও আতিথেয়তা সেক্টরে সুনামের সাথে কাজ করছে।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন, বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও অভ্যন্তরীণ পর্যটন অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭২ সনে ১.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধনের বিপরীতে ৫.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে মাননীয় রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৩ বলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র সংস্থা সৃষ্টি লগ্নে ছোট ছোট ৬টি ইউনিট নিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৫০টিতে উন্নীত হয়েছে।

(i) গত ০৫ (পাঁচ) অর্থ বছরে সংস্থার করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি)ঃ

(লক্ষ টাকায়)

(লক্ষ টাকায়

আর্থিক বছর	করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি)
২০১৭-১৮	১০৮.৭
২০১৮-১৯	-৯.১
২০১৯-২০	-১০৬১.৮
২০২০২১	-৫২৫.৩
২০২১-২২	৯.৪

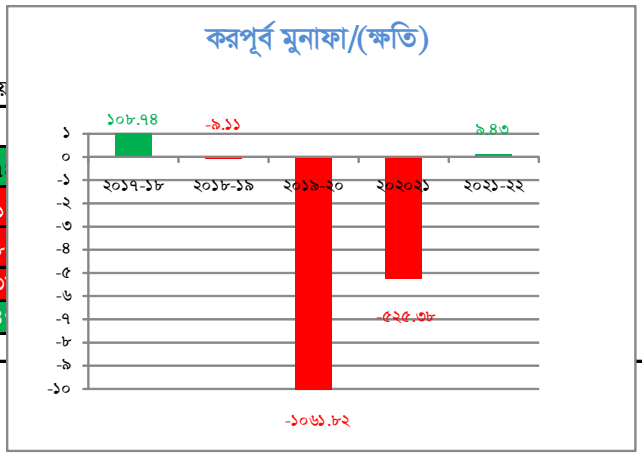

(ii) সংস্থার ০৫ (পাঁচ) অর্থ বছরের মোট আয়ের বিবরণঃ

বর্তমান কর্তৃপক্ষের দক্ষ ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনার সুবাদে এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট আয় করেছে ১১,৩৭৩.২৫ লক্ষ টাকা, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১১,৩৪৭.৭০ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৯,৭৩৪.৪৬ লক্ষ টাকা, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৭,৫২৬.৭১ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১১,৫৭৮.৫৩ লক্ষ টাকা আয় করেছে। যার একটি তুলনামূলক বিবরণী বারচিত্রে উপস্থাপিত হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	মোট আয়
২০১৭-১৮	১১,৩৭৩.২৫
২০১৮-১৯	১১,৩৪৭.৭০
২০১৯-২০	৯,৭৩৪.৪৬
২০২০-২১	৭,৫২৬.৭১
২০২১-২২	১১,৫৭৮.৫৩

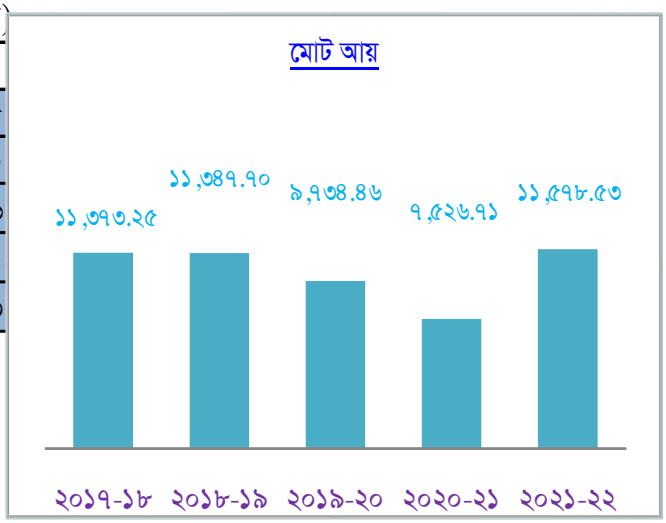

(iii) সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়োগঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট নির্মাণ/নবায়নের জন্য ২৪২.১৮ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উক্ত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৮৬৫.৩৬ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১,০২০.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৬১৯.৭৬ লক্ষ টাকা এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিনিয়োগ করা হয়েছে ১৬৭.২৭ লক্ষ টাকা। নিম্নে উল্লেখিত অর্থ বছরে বিনিয়োগের তুলনামূলক বিবরণী বার চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	বিণিয়োগ
২০১৭-২০১৮	১৬৭.২৭
২০১৮-২০১৯	৬১৯.৭৬
২০১৯-২০২০	১,০২০.০০
২০২০-২০২১	৮৬৫.৩৬
২০২১-২০২২	২৪২.১৮

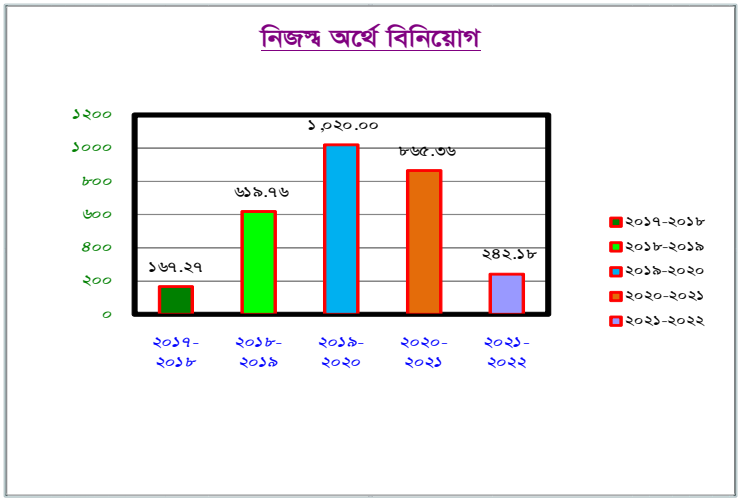

(iv) সরকারি কোষাগারে অর্থ জমাঃ টাকা- ৭০৮.৬৮ লক্ষ।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অত্র সংস্থা তার নিজস্ব আয় থেকে সকল প্রকার রাজস্ব ব্যয় নির্বাহ করার পর সরকারি পাওনা বাবদ আয়কর, ডিএসএল ও ভ্যাট খাতে সরকারি কোষাগারে মোট ৭০৮.৬৮ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে। এগুলোর একটি বিবরণ পাই চিত্রে উপস্থাপিত হলো ঃ

	(লক্ষ টাকায়)
হিসাবের খাত	পরিশোধ
আয়কর	১০.০০
ডিএসএল	২০.০০
ভ্যাট	৬৭৮.৬৮
মোট =	৭০৮.৬৮

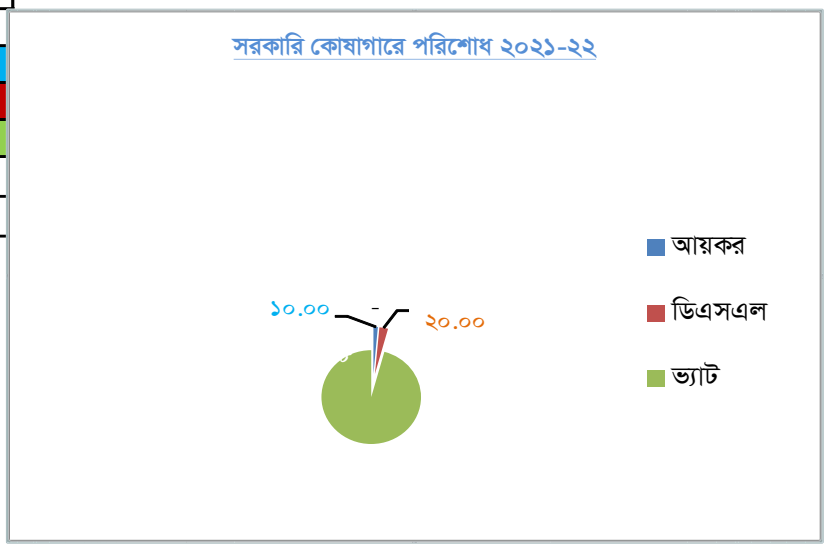

(v) সরকারি অনুদানঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাপক সরকারের নিকট থেকে ৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৪,০৯০.৭১ লক্ষ টাকা সরকারি অনুদান পেয়েছে। বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে প্রাপ্ত সরকারি অনুদানের একটি তুলনা বারচিত্র উপস্থাপন করা হলো ঃ-

	(লক্ষ টাকায়)
আর্থিক বছর	অনুদান
২০১৭-১৮	৩,৩৫৮.৯৩
২০১৮-১৯	৩,১১৪.৯৫
২০১৯-২০	৬,৮৪০.০২
২০২০-২১	১,৯১৯.৭৪
২০২১-২২	৪,০৯০.৭১

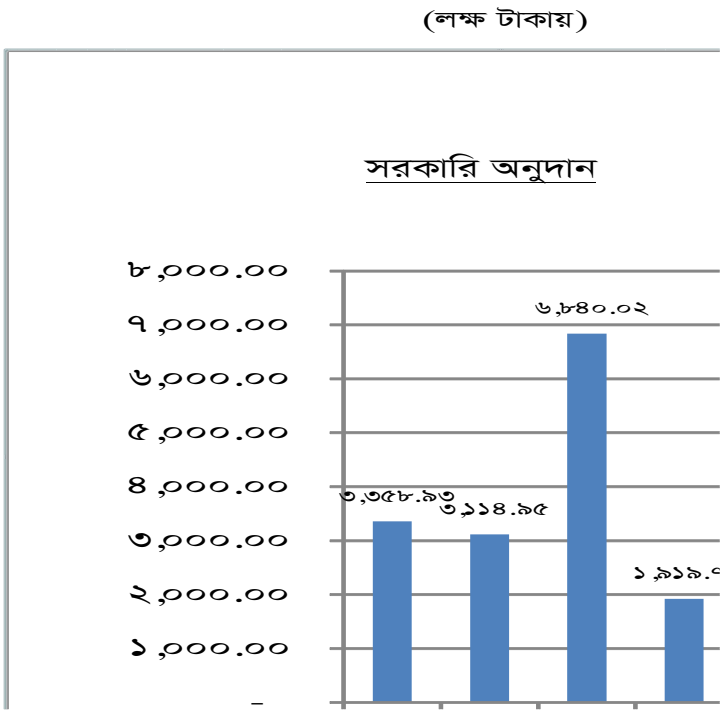

৫) বাজেট :

২০২১-২০২২ অর্থবছরে পর্যটন উন্নয়নখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৪,৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

এক নজরে বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	ছয় মাসের প্রকৃত ব্যয় ২০২১-২০২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রকৃত ব্যয় ২০২০-২০২১
ক	ক. রাজস্ব/বিক্রয়					
১	প্রধান কার্যালয়	১,১২৬.২৮	১,৩৬০.৭৫	৭২৭.২৬	৯৩২.৮৮	৬৯০.০৬
২	ইউনিট	১৩,৬৩১.১০	১২,২৭৭.৮০	৪,৪৭০.৮১	১২,১০৮.২৪	৬,৮৩৬.৬৫
	মোট রাজস্ব	১৪,৭৫৭.৩৮	১৩,৬৩৮.৫৫	৫,১৯৮.০৭	১৩,০৪১.১২	৭,৫২৬.৭১
খ	ব্যয়/খরচ					
১	প্রধান কার্যালয়	৩,৬১৮.১০	৩,৫৪৯.৪২	১১১২.৩১	৩৩৫১.৩৫	১৭৭৩.১১
২	ইউনিট	১০,৮১৫.৯৭	১০,০৪২.৮৩	৩৮৬২.৪১	১০০৯৮.২২	৬২৭৮.৯৮
	মোট খরচ	১৪,৪৩৪.০৭	১৩,৫৯২.২৫	৪,৯৭৪.৭২	১৩,৪৪৯.৫৭	৮,০৫২.০৯
	উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি	৩২৩.৩১	৪৬.৩১	২২৩.৩৫	-৪০৮.৪৫	-৫২৫.৩৮
	উন্নয়ন বাজেট:					
১	এডিপি/ সরকার অনুদান	১২,০০০.০০	৪,৬৭৫.০০	৭৫৮.৩১	১০,০০০.০০	১৯১৯.৭৪
২	নিজস্ব অর্থায়ন	৮৫৮.৯০	৮৫৮.৯০	১০৬.২৪	৭২৬.০০	৮৬৫.৩৬
	মোট উন্নয়ন বাজেট	**১২,৮৫৮.৯০**	**৫,৫৩৩.৯০**	**৮৬৪.৫৫**	**১০,৭২৬.০০**	**২,৭৮৫.১০**
	মোট বাজেট	২৭,২৯২.৯৭	১৯,১২৬.১৫	৫,৮৩৯.২৭	২৪,১৭৫.৫৭	১০,৮৩৭.১৯
১	রাজস্ব বাজেট	১৪,৪৩৪.০৭	১৩,৫৯২.২৫	৪,৯৭৪.৭২	১৩,৪৪৯.৫৭	৮,০৫২.০৯
২	উন্নয়ন বাজেট	**১২,৮৫৮.৯০**	**৫,৫৩৩.৯০**	**৮৬৪.৫৫**	**১০,৭২৬.০০**	**২,৭৮৫.১০**
	মোট বাজেট	২৭,২৯২.৯৭	১৯,১২৬.১৫	৫,৮৩৯.২৭	২৪,১৭৫.৫৭	১০,৮৩৭.১৯

আয়-ব্যয়ের হিসাব

১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছর থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত বাপক এর একত্রীভূত লাভ/(ক্ষতি) বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি)
১	১৯৭২-৭৩	০.৮০	১৭.৯১	-১৭.১১
২	১৯৭৩-৭৪	১৯.৮১	৬২.০৭	-৪২.২৬
৩	১৯৭৪-৭৫	৪৮.৭৮	১০১.০৯	-৫২.৩১
৪	১৯৭৫-৭৬	৪৫.৬৪	১২৪.৪৪	-৭৮.৮০
৫	১৯৭৬-৭৭	৬২.৫৫	১২৫.৮৯	-৬৩.৩৪
৬	১৯৭৭-৭৮	১০০.৩৯	১৮০.০৮	-৭৯.৬৯
৭	১৯৭৮-৭৯	১৩৭.১০	২১৭.৮৫	-৮০.৭৫
৮	১৯৭৯-৮০	২২১.৯৯	৩৫১.১৫	-১২৯.১৬
৯	১৯৮০-৮১	২৯৭.৫৪	৪২৩.৭৫	-১২৬.২১
১০	১৯৮১-৮২	৩৩৪.৭১	৫০১.৮৫	-১৬৭.১৪
১১	১৯৮২-৮৩	৪২৯.৮৭	৫৪১.৯০	-১১২.০৩
১২	১৯৮৩-৮৪	৯১৬.৮৮	৮৯১.৩৮	২৫.৫০
১৩	১৯৮৪-৮৫	১,৪১৮.৫০	১,২১৫.৩৫	২০৩.১৫
১৪	১৯৮৫-৮৬	১,৫৬৯.৬৫	১,৪০৭.০৪	১৬২.৬১
১৫	১৯৮৬-৮৭	২,২৭৬.২৪	২,১৮৯.৭৪	৮৬.৫০
১৬	১৯৮৭-৮৮	৩,৬৫৯.৮৮	৩,৩৬৩.০৫	২৯৬.৮৩
১৭	১৯৮৮-৮৯	৩,৯৫০.৫০	৩,৬১০.২১	৩৪০.২৯
১৮	১৯৮৯-৯০	৪,৩৪০.৩৬	৩,৯৭৫.৪৬	৩৬৪.৯০
১৯	১৯৯০-৯১	৫,০৭৯.৭০	৪,৮৫২.৯২	২২৬.৭৮
২০	১৯৯১-৯২	৪,২৫৪.৩১	৩,৯৭০.৪৯	২৮৩.৮২
২১	১৯৯২-৯৩	৪,৬৭৩.৮৩	৪,২৮৯.৩৬	৩৮৪.৪৭
২২	১৯৯৩-৯৪	৪,৩৮৫.১৭	৪,০০৫.০১	৩৮০.১৬
২৩	১৯৯৪-৯৫	৪,৮৫৯.৩৭	৪,৩৭৮.২১	৪৮১.১৬
২৪	১৯৯৫-৯৬	২,৪৫৫.৫১	২,২১৮.৮৪	২৩৬.৬৭
২৫	১৯৯৬-৯৭	৩,৭৬৮.৭৬	৩,৫৩৮.৪৯	২৩০.২৭
২৬	১৯৯৭-৯৮	৪,৫৪১.৮৭	৪,৩০৪.২৬	২৩৭.৬১
২৭	১৯৯৮-৯৯	৩,৭৭৬.৪৯	৩,৫৯২.৫৯	১৮৩.৯০
২৮	১৯৯৯-০০	৩,৮২৯.০০	৩,৫২৮.৯৭	৩০০.০৩
২৯	২০০০-০১	৩,৩৮৮.২৬	৩,১৮৭.১৪	২০১.১২
৩০	২০০১-০২	৩,২৪৮.২৬	৩,১২৯.৩২	১১৮.৯৪
৩১	২০০২-০৩	২,৯৮০.৩২	২,৮৫৩.৮৬	১২৬.৪৬
৩২	২০০৩-০৪	৩,৬৭৮.০৯	৩,৫৭৫.৮৬	১০২.২৩
৩৩	২০০৪-০৫	৪,০৪৮.৭৮	৩,৯৪৬.৭৬	১০২.০২
৩৪	২০০৫-০৬	৪,৩৩৪.৩৭	৪,২৩০.৭৫	১০৩.৬২
৩৫	২০০৬-০৭	৩,৫৬৮.০২	৩,৭২০.৩২	-১৫২.৩০
৩৬	২০০৭-০৮	৩,৭৩০.০৩	৩,৮৮৪.৯১	-১৫৪.৮৮
৩৭	২০০৮-০৯	৩,৫৯৮.৬০	৩,৭৯২.৩৫	-১৯৩.৭৫
৩৮	২০০৯-১০	৪,৫৩৫.৮৮	৪,৫১২.৪৭	২৩.৪১

৩৯	২০১০-১১	৫,৯২৪.৯৯	৫,৮১৭.৭৬	১০৭.২৩
৪০	২০১১-১২	৭,১৫৪.৩১	৬,৮৬২.৬৩	২৯১.৬৮
৪১	২০১২-১৩	৭,১৬৮.৩৩	৬,৫৫৬.০০	৬১২.৩৩
৪২	২০১৩-১৪	৭,২২৩.৪০	৬,৯১৮.০৯	৩০৫.৩১
৪৩	২০১৪-১৫	৭,২৬২.২৭	৭,০১৩.১৯	২৪৯.০৮
৪৪	২০১৫-১৬	৭,৯৫০.৪৬	৭,৮৪৩.৪৪	১০৭.০২
৪৫	২০১৬-১৭	১০,০৪৭.৩০	১০,৪৩২.৩৯	-৩৮৫.০৯
৪৬	২০১৭-১৮	১১,৩৪৮.১৯	১১,২৩৯.৪৫	১০৮.৭৪
৪৭	২০১৮-১৯	১১,৩৪৭.৭৩	১১,৩৫৬.৮৪	-৯.১১
৪৮	২০১৯-২০	৯,৭৩৪.৪৬	১০,৭৯৬.২৮	-১,০৬১.৮২
৪৯	**২০২০-২১**	**৭,৫২৬.৭১**	**৮,০৫২.০৯**	**-৫২৫.৩৮**
৫০	**২০২১-২২**	**১১,৫৭৮.৫৩**	**১১,৫৬৯.১০**	**৯.৪৩**
	সর্বমোট =	২,০২,৮৩২.৪৯	১৯৯২৭০.৩৫	৩,৫৬২.১৪

৬) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর 'প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদারকরণ, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে' সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১-এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৩-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখ সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। স্বাক্ষরিত চুক্তির কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন :

সরকার ২০১২ সালে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রুপকল্প হল: 'সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' এবং অভিলক্ষ্য হল: 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা'। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। প্রণয়নকৃত ছক অনুযায়ী শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এ কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনগুলো হলো (ক) বাপক পরিচালিত রুফটপ রেস্তোরাঁর ডিজিটাল প্রচারণার অংশ হিসেবে একটি ওয়েবসাইট খোলা, (খ) এনএইচটিটিআই- এর প্রশিক্ষণার্থীদের সনদের অনলাইনে সত্যতা যাচাই, (গ) চ্যাটবট ব্যবহার করে ফেইসবুক ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের তথ্য সেবা প্রদান। প্রণয়নকৃত ছক অনুযায়ী ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

৯) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) হল নাগরিক এবং সেবাদাতাদের মধ্যকার একটি চুক্তি (Agreement) যেখানে সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। এই সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। তাছাড়া, এটি সেবা সংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের নিকট সহজলভ্য করা, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি ও

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে। নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থা কর্তৃক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনার ছক প্রণয়ন করা হয় এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সেটি বাস্তবায়ন করা হয়।

১০) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রতি মাসে প্রাপ্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (Grievance Redress System-GRS) সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ছকে প্রতিমাসে প্রেরণ করা হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সকল বাণিজ্যিক ইউনিটে আগত অতিথিদের অভিযোগ/অনুযোগ/পরামর্শ/মন্তব্য এবং জনসেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিশ্রুতি সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি, সেবা ও পণ্যের মান সম্পর্কে নাগরিকের অসন্তুষ্টি বা সংক্ষুব্ধতা থেকে অভিযোগের প্রতিকার বিষয়ে সকল বাণিজ্যিক ইউনিটে সেবাবক্স স্থাপনসহ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার জন্য বাপক হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৯টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগ প্রতিকারের হার ১০০%। প্রণয়নকৃত ছক অনুযায়ী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

১১) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

সরকারি অফিসসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী করার নিমিত্ত এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে এ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখ্য ২০২১-২২ অর্থবছরে তথ্য প্রাপ্তির জন্য ৪৬টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। ৪৬টি আবেদনের প্রেক্ষিতে সকলকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত তথ্যের হার ১০০%। প্রণয়নকৃত ছক অনুযায়ী তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

১২) সার্বিক কর্মকান্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন :

জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও বিকাশ, পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, পর্যটন শিল্পে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা, পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান, বিদেশে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও দেশের পর্যটন সম্পদের বিকাশের পাশাপাশি এ শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গনে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এ সংস্থা কর্তৃক ৩৫৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪৬.৭৫ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ৪০.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন হার ৮৭.১০%। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরিশাল, কুমিল্লা, সিলেট, শেরপুর, নাটোর, নেত্রকোণা, রংপুর, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাট ও গাজীপুর জেলায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন/উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার, বরিশাল, খুলনা, পটুয়াখালী, রাজশাহী, বান্দরবান, জামালপুর, শেরপুর, কুমিল্লা, রংপুর, গোপালগঞ্জ ও ঢাকা জেলায় পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর ও শরিয়তপুরেও পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টির পরিকল্পনা রয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংস্থার সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণ :

২০১৭-২০২২ অর্থবছরে ৪৩৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এনএইচটিটিআই-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ, হোটেল অবকাশ-এর মেরামত ও সংস্কার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় হোটেল অবকাশ-এর ব্যাংকুয়েট হল, রেস্টুরেন্ট ও রিসেপশন আন্তর্জাতিক মানে উন্নিতকরণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খাবার প্রস্তুত ও সরবরাহের জন্য আধুনিকমানের পৃথক কিচেনসহ ৩টি কিচেন

নির্মাণ, আবাসিক কক্ষসমূহের আধুনিকায়ন এবং এনএইচটিটিআই এর ৭টি ক্লাস রুম নির্মাণ, প্রশিক্ষণ ল্যাব উন্নয়ন, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব উন্নয়ন, বেকারী ও লন্ড্রির আধুনিকায়ন, আধুনিকমানের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৩টি ক্যাটারিং গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অত্র প্রকল্পের অধীন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনামসজিদ পর্যটন মোটেলের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কাজ সমাপ্তপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হয়েছে।

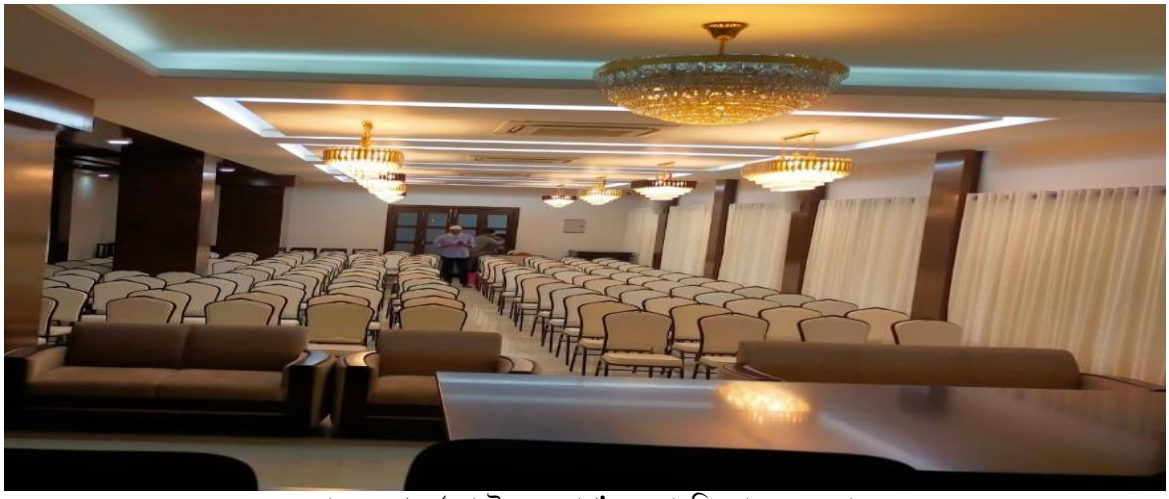

সংস্কার এর পরে 'হোটেল অবকাশ' এর আধুনিকমানের কনফারেন্স হল

সংস্কার এর পরে 'হোটেল অবকাশ' এর মানসম্মত আবাসিক কক্ষ

- পর্যটন বর্ষ উপলক্ষ্যে ২০১৭-২০২২ অর্থবছরে পর্যটন বর্ষ উপলক্ষে ৫৩৬৫.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকায় বিভিন্ন ধরণের পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৭.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ইতোমধ্যে বাপক-এর বিদ্যমান ১০টি হোটেল-মোটেলের সংস্কার, ৮টি গাড়ী সংগ্রহ করা, কক্সবাজার ও কুয়াকাটায় চেঞ্জিং ক্লোসেট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লার জোড়কানন দিঘি, নাটোরের রাণী ভবানী, শেরপুরের গজনী ও নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুরে সাদা মাটি পাহাড় এলাকায় পর্যটকদের সুবিধাদি সম্বলিত সেবাকেন্দ্র নির্মাণ করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

নাটোরের রাণী ভবানী পর্যটন সেবা কেন্দ্র

নেত্রকোণার বিরিশিরির সাদা মাটির পাহাড় এলাকায় পর্যটন সেবা কেন্দ্র নির্মাণ

কুমিল্লার জোড়কানন দিঘি এলাকায় পর্যটন সেবা কেন্দ্র

সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলার লালাখালে পর্যটন সেবা কেন্দ্র

- পর্যটন বর্ষ প্রকল্পের আওতায় গাজীপুরে 'সালনা পর্যটন রিসোর্ট ও পিকনিক স্পট' নির্মাণ, সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে নদী কেন্দ্রিক 'যমুনা পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ, সোনারগাঁও এর বারদীতে প্রয়াত জ্যোতি বসুর পৈতৃক বাড়িতে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে।

সালনায় নির্মিত কটেজ

সালনায় নির্মিত রেস্তোরাঁ ভবন

বারদী পর্যটন কেন্দ্র, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

যমুনা পর্যটন কেন্দ্র, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংস্থার চলমান প্রকল্পের বিবরণ:

- জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৩ মেয়াদে 'পর্যটন বর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাটে হযরত খান জাহান আলী (রাঃ) মাজার সংলগ্ন গেটে ৩০টি আবাসিক কক্ষ, ০২টি ডরমেটরি, ৫০ আসনের রেস্তোরাঁ, স্যুভেনির শপ, বারবিকিউ ও ড্রিংকস কর্ণার ইত্যাদি সুবিধা সংবলিত ৬ তলা বিশিষ্ট পর্যটন হোটেল ও ইয়ুথ ইন নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

পর্যটন হোটেল ও ইয়ুথ ইন, বাগেরহাট (নির্মাণাধীন)

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত চট্টগ্রামস্থ পারকীতে পর্যটন সুবিধা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০১-০৭-২০১৭ তারিখ অনুমোদনের পর হতে ২০১৭-২০২৩ মেয়াদে চলমান প্রকলল্পে ৭১২৫.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪টি কটেজ, ১০০ আসনের রেস্তোরাঁ, ৩০০ আসনের কনভেনশন হল, ১টি বার, ২টি পিকনিক শেড, ১টি সার্ভিস ব্লক, চেঞ্জিং ক্লোসেট, চিলড্রেন্স এ্যামিউজমেন্ট, কার পার্কিং ও বাগান সম্বলিত পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ কাজ চলছে।

চট্টগ্রামস্থ পারকীতে নির্মাণাধীন একটি কটেজ

- চলতি ২০১৭-২০২৩ অর্থবছরে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও নিঝুমদ্বীপে ৪৯৬১.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলছে। উল্লেখযোগ্য হিসেবে হাতিয়ায় কটেজ, রেস্তোরাঁ, শিশুপার্ক ও অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ এবং নিঝুমদ্বীপে কটেজ, রেস্তোরাঁ, পিকনিক শেডসহ পর্যটন সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- চলতি ২০১৮-২০২৩ অর্থবছরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দায় শেখ হাসিনা সেতু সংলগ্ন এলাকায় ৪০৩৮.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আবাসিক ভবন, ১টি রেস্তোরাঁ, পিকনিক শেড, আমবাগান, এ্যামিউজমেন্ট সুবিধা সম্বলিত পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

- চলতি ২০১৭-২০২৪ অর্থবছরে পঞ্চগড়ে ৩৯৩৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আবাসিক সুবিধা, রেস্তোরাঁ, সুইমিংপুলসহ অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টির প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

- চলতি ২০১৭-২০২৩ অর্থবছরে বরিশালের দূর্গাসাগরে ১৬১৮.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক তলা বিশিষ্ট আবাসিক সুবিধা, রেস্তোরাঁ, স্যুভেনির শপ, ঘাটলা, ওয়াকওয়ে, সীমানা প্রাচীর, ডক হাউস ও পিকনিক শেডসহ বিভিন্ন সুবিধা সৃষ্টির প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

- নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জের আদর্শ নগরে ২০১৯-২০২৩ মেয়াদে ৯৮৬.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

নির্মাণাধীন আদর্শনগর পর্যটন কেন্দ্র, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা

- কক্সবাজারস্থ খুরুশকুলে শেখ হাসিনা টাওয়ারসহ পর্যটন জোন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০২০-২০২৩ মেয়াদে ২.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

- 'দেশের অভ্যন্তরে পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকায় ট্যুর পরিচালনার লক্ষ্যে ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২৩ মেয়াদে ২৭.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৬টি ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহের বিষয়টি চলমান রয়েছে।

➢ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড-এর সহায়তায় বাপক-এর উদ্যোগে একটি কটেজ নির্মাণের কাজ চলমান আছে। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় গত ২৮.০২.২০২১ তারিখ একটি বোটেল বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য হস্তান্তর করা হয়।

পিপিপি প্রকল্পসমূহ:

i) Development of Integrated Tourism & Entertainment Village at Cox's Bazar
ii) Establishment of Three Star Standard Hotel and other Facilities of Existing Hotel Pashur Compound of BPC at Mongla, Bagerhat
iii) Establishment of a Five Star Standard Hotel along with an Application Hotel and Training Centre on Existing Land of BPC at Muzgunni, Khulna
iv) Establishment of 5 Star Hotel with other Facilities at existing Parjatan Motel Sylhet Compound of BPC at Sylhet
v) Establishment of International Standard Tourism Complex at Existing Motel Upal Compound of BPC at Cox's Bazar

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহে সেবার মান বৃদ্ধি ও উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

i) সংস্থার সকল বাণিজ্যিক ইউনিটে অতিথি/পর্যটকদের সাথে আগত শিশুদের চিত্ত বিনোদনের জন্য কয়েকটি বাণিজ্যিক ইউনিটে কিডস্ জোন স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে;

ii) সংস্থার বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহে কাজের গতিশীলতা, জবাবদিহিতা এবং কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ইউনিটগুলো IP ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে।

<u>তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম</u>

✓ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর অধীনস্থ হোটেল-মোটেলসমূহ www.hotels.gov.bd নামক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে Online Hotel Booking Platform চালু করা হয়েছে।

✓ e-Service এবং e-Governance বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্থায় ERP Version-2 চালু করা হয়েছে।

✓ ই-নথির লাইভ সার্ভারের মাধ্যমে সকল দাপ্তরিক কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে;

✓ সংস্থার সরকারি ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;

✓ এনএইচটিটিআই-এর শিক্ষার্থীদের জন্য www.nhtti.gov.bd নামক ওয়েবসাইট ও Academic Software সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

✓ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর হোটেল মোটেল বুকিং এর জন্য মোবাইল অ্যাপসটি আপগ্রেডেশন করা হয়েছে;

✓ সংস্থার মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অটোমেশনের আওতায় আনয়ন করা হয়েছে;

✓ সংস্থার রেস্তোরাঁসমূহে ERP সিস্টেম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে restaurant.gov.bd চালু করা হয়েছে।

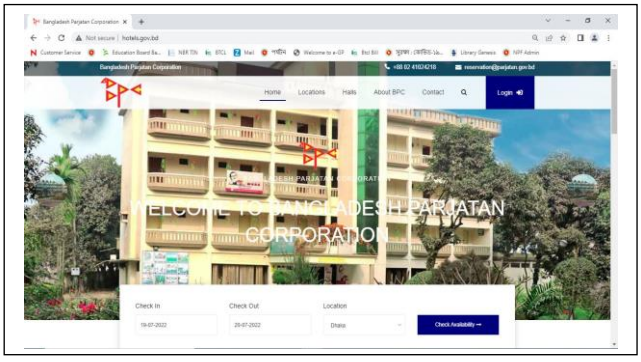

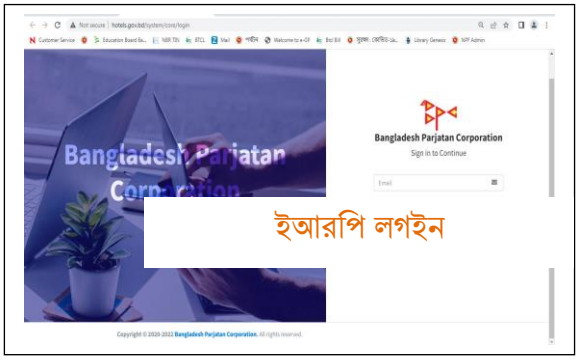

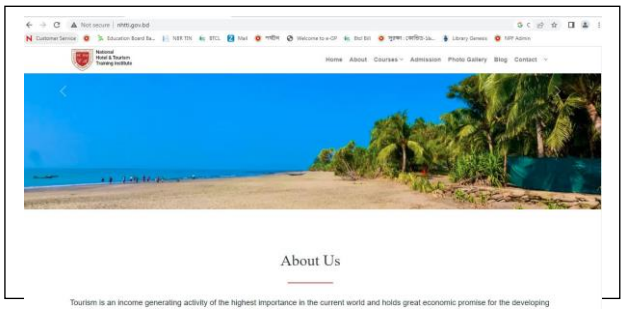

Nhtti.gov.bd

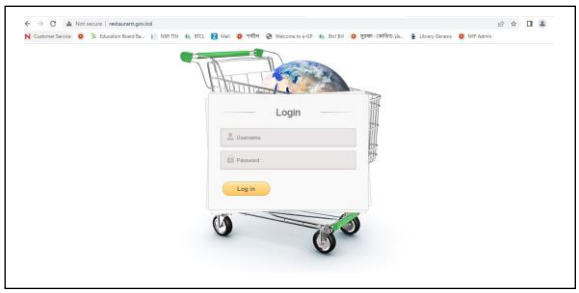

restaurant.gov.bd

১৩) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

(ক) পর্যটন আকর্ষণসমূহের সচিত্র প্রকাশনাঃ বাংলাদেশের প্রায় ১৪০০ পর্যটন আকর্ষণসমূহ চিহ্নিত করে ৮টি বিভাগের বাংলাদেশের সমগ্র পর্যটন আকর্ষণ সম্বলিত বিভাগওয়ারী সচিত্র (বাংলা ও ইংরেজি) বই প্রকাশ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ বিভাগের পর্যটন আকর্ষণ সম্বলিত বই প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বশেষ গত অর্থ বছরে (২০২১-২০২২) **ঢাকা বিভাগের** পর্যটন আকর্ষণসমূহের একটি নান্দনিক বই প্রকাশ করা হয়েছে। যে কোন পর্যটন সংশ্লিষ্ট গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে বইগুলো বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর জনসংযোগ শাখা থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

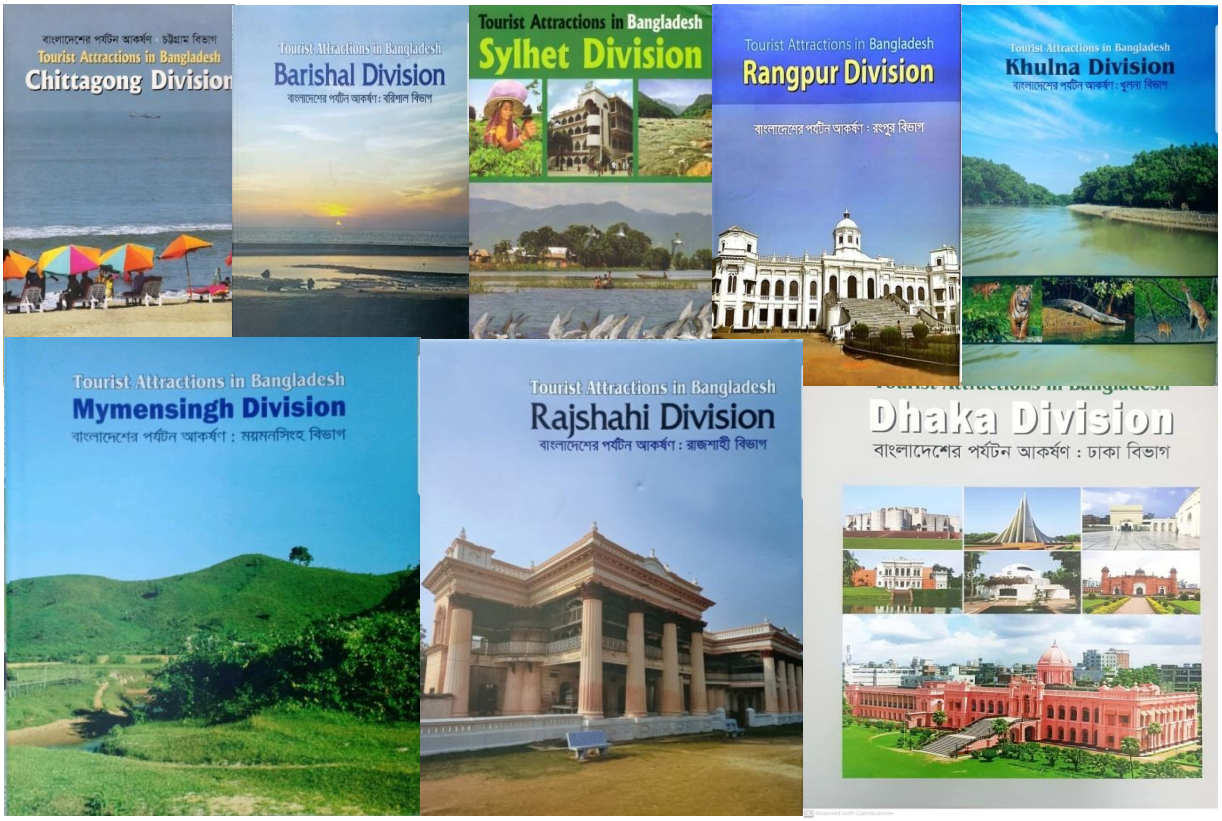

(খ) **বিভিন্ন দিবস পালন**

i) বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২১ উদযাপনঃ জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) ঘোষিত বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২১ এর প্রতিপাদ্য Tourism for Inclusive Growth (অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে পর্যটন) শিরোনামে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২১ উদযাপন করে। এই দিবসটি উদযাপনের অংশ হিসেবে বাপক পর্যটন ভবন প্রাঙ্গনে **'লাইভ কুকিং শো'** অনুষ্ঠান এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে **জুম সেমিনারের** আয়োজন করে। 'লাইভ কুকিং শো' অনুষ্ঠানে **প্রধান অতিথি** হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় **প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী এমপি; গেস্ট অব অনার** হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি **জনাব র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এমপি**। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব **জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন**। এছাড়া, বিকালে অনুষ্ঠিত জুম সেমিনারে **প্রধান অতিথি** হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত **সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন**। সভায় সভাপতিত্ব করেন **জনাব মোঃ হান্নান মিয়া**, চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। জুম সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম এ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান **প্রফেসর ড. বদরুজ্জামান ভূইয়া**। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে বাপক এর হোটেল-মোটেলে আবাসনের উপর ১ দিনের জন্য অতিথিদের ৩০% ডিসকাউন্ট প্রদান করা হয়।

বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে লাইভ কুকিং শো উদ্বোধন

ii) শেখ রাসেল দিবসঃ গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ জাতীয়ভাবে শেখ রাসেল দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে যথাযথভাবে দিবসটি পালন করে। কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাপক এর হোটেল অবকাশের উদ্যোগে **এতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ**, বাপক প্রধান কার্যালয়সহ সকল হোটেল-মোটেলসমূহের উদ্যোগে শেখ রাসেল এবং জাতির পিতার পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য **কোরআনখানি ও দোয়া মাহফিল** এবং **'শেখ রাসেল দিবসের আহ্বান শিশুবান্ধব পর্যটন'** শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), **জনাব মোঃ হান্নান মিয়া**। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন **জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ**, পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন, বাণিজ্যিক এবং পরিকল্পনা)। আলোচনা সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন **জনাব মোঃ জিয়াউল হক**

হাওলাদার, ব্যবস্থাপক (জনসংযোগ), বাপক। এদিন বাপক এর হোটেল-মোটেলসমূহে আবাসনের উপর ১দিনের জন্য অতিথিদের ৩৬% ডিসকাউন্ট প্রদান করা হয়। এছাড়া বাপক এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটে শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে ড্রপ-ডাউন ব্যানার প্রস্তুত করে টাংগানো হয়।

শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে দোয়া ও আলোচনা সভা

iii) ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২২: জাতীয়ভাবে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচি পালন করেছে। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে শ্রদ্ধা নিবেদন, পর্যটন ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণারে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে জনাব মোঃ আলি কদর, চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ, পর্যটন ভবন আলোকসজ্জাকরণ, বাপক এর হোটেল-মোটেলসমূহে আবাসনের উপর ১দিনের জন্য আগত অতিথিদের ২৮% ডিসকাউন্ট অফার এবং 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, ইউনেস্কো স্বীকৃত বৈশ্বিক দলিল এবং পর্যটন উন্নয়নের অনুপ্রেরণা' শীর্ষক আলোচনা সভা। এছাড়া পর্যটন ভবনে দিবসের থিমের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ব্যানার প্রস্তুত করে সংযোজন করা হয়।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২২ উপলক্ষ্যে পর্যটন ভবনস্থ বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২২ উপলক্ষ্যে পর্যটন ভবনস্থ 'ঐকতান' সভা কক্ষে আলোচনা

iv) ১৭ মার্চ ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপনঃ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ বাংলাদেশ পর্যটন করপোশেন যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করে। এ দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে বাপক দিনব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচি পালন করে, যেমন: ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে শ্রদ্ধা নিবেদন, পর্যটন ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণারে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে জনাব মোঃ আলি কদর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর নেতৃতে শ্রদ্ধা নিবেদন, বাপক এর হোটেল অবকাশের উদ্যোগে এতিম ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল আয়োজন, পর্যটন ভবন আলোকসজ্জাকরণ, বাপক এর হোটেল-মোটেলসমূহে আবাসনের উপর ১দিনের জন্য অতিথিদের ৩৪% ডিসকাউন্ট অফার, 'জাতির পিতার বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ভবিষ্যত প্রজন্মের করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভা এবং বাপক এর সকল ইউনিটে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রণীত থিম সং পরিবেশন। পর্যটন ভবনে দিবসের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ব্যানার সংযোজন করা হয়।

পর্যটন ভবনস্থ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

পর্যটন ভবন আলোকসজ্জাকরণ

জাতির পিতার ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল এবং আলোচনা সভা

v) ২৫ মার্চ ২০২২ গণহত্যা দিবসঃ গত ২৫ মার্চ ২০২২ গণহত্যা দিবস দিবস পালন উপলক্ষ্যে বাপক প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটে সারাদেশে রাত ৯:০০-৯:০১ টা ১ (এক) মিনিটের জন্য প্রতীকী ব্ল্যাক আউট করা হয়। এছাড়া গণহত্যা দিবসে নিহতদের স্মরণে বাদ মাগরিব বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে।

vi) ২৬ মার্চ ২০২২ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ও জাতীয় দিবস উদযাপনঃ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন যে সকল কর্মসূচি পালন করেছে তা হচ্ছে- প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন; বাপক প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ের হোটেল-মোটেলে আলোকসজ্জাকরণ এবং ব্যানার স্থাপন; সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ; 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বাংলাদেশের পর্যটন' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন; বাপক এর হোটেল-মোটেলে আগত অতিথিদের জন্য আবাসনের উপর ১ (এক) দিনের জন্য ২৬% ডিসকাউন্ট অফার; এবং এনএইচটিটিআই-এর উদ্যোগে 'স্ট্রীট ফুড ভেন্ডারদের হাইজিন বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং অন-লাইন কুকিং শো' প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পর্যটন ভবনে ব্যানার স্থাপন।

২৬ মার্চ ২০২২ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ও জাতীয় দিবস

(গ) **বাপক এর সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনঃ**

পথচলার ৫০ শিরোনামে বাপক এর সুবর্ণজয়ন্তী গত ১ জানুয়ারি ২০২২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়। সকাল ১০টায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং একই মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে পর্যটন ভবন থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। তারপর পর্যটন ভবনের শৈলপ্রপাত মিলনায়তনে বাপক এর পথ চলার ৫০ এর লোগো উন্মোচন, প্রেস কনফারেন্স এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। লোগো উন্মোচন, প্রেস কনফারেন্স এবং সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী এমপি**; গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি **জনাব র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এমপি**। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব **জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন**। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাপক এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) **জনাব এ. এইচ. এম গোলাম কিবরিয়া**। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন **জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ**, পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন, বাণিজ্যিক এবং পরিকল্পনা), বাপক। সংস্থার ৫০ বছর পূর্তিতে পর্যটন ভবন আলোকসজ্জা করা হয়।

বাপক এর ৫০ বছর উপলক্ষ্যে সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

(ঘ) দেশীয় মেলায় অংশগ্রহণ: গত ৩০ মার্চ ২০২২ তারিখে ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব) আয়োজিত Bangladesh Travel & Tourism Fair (BTTF) 2022 মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অংশগ্রহণ করে।

Bangladesh Travel & Tourism Fair (BTTF) 2022 মেলায়

গত ০২ জুন ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ মনিটর কর্তৃক অয়োজিত Dhaka Travel Mart 2022 (DTF) মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অংশগ্রহণ করেছে।

Dhaka Travel Mart 2022 (DTF) মেলায়

(ঙ) কক্সবাজারে বঙ্গবন্ধু বঙ্গোপসাগর উৎসব এবং বীচ ফেস্টিভাল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণঃ

গত ৮ জুন ২০২২ কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী পয়েন্টে বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক ইন্সটিটিউট এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'সেইফ' এর উদ্যোগে আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু বঙ্গোপসাগর উৎসব এবং বীচ ক্লিনিং' অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। জনাব মোঃ আলি কদর, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব এবং বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব সাজ্জাদুল হাসান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়ার এডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (অব:) এবং কক্সবাজার জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ।

কক্সবাজারে বঙ্গবন্ধু বঙ্গোপসাগর উৎসব এবং বীচ ফেস্টিভাল কর্মসূচি

১৪) মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

- সংস্থার অবসরগ্রহণকারী বা বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা বঙ্গবন্ধুর সাহচর্য বা ঘনিষ্ঠতা লাভ করতে পেরেছিলেন তাঁদেরকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর উপর স্মৃতিচারণ ও এবং সংস্থার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন ঃ মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে কর্মরত ছিলেন এমন কর্মকর্তা যারা বঙ্গবন্ধুর সাহচর্য পেয়েছিলেন তাঁদের এবং সংস্থার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে স্মৃতিচারণ এবং সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান গত ২৮ অক্টোবর ২০২১ সম্পন্ন হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

- বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী স্যুভেনির প্রণয়নঃ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ইতোমধ্যে মুজিব জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সম্বলিত বিভিন্ন স্যুভেনির তৈরি করে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন দপ্তরে বিতরণ করেছে।
- বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু স্মৃতিবিজড়িত স্থান/ভ্রমণ করেছেন এমন ১০০টি স্থান নির্বাচন করে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উন্নয়ন ও অনলাইনে দেশে-বিদেশে প্রচারঃ ইতোমধ্যে ১০০টির মতো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বাপক এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্তের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ১৭ (সতের) সংখ্যার সাথে মিল রেখে ১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ, ১৪ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল, ১৬ ডিসেম্বর ইত্যাদি তারিখে যথাক্রমে ১৭%, ৩৪% এবং ৫১% ইত্যাদি হারে বাণিজ্যিক ইউনিটে কক্ষ ভাড়ার উপর রেয়াত প্রদানঃ এতদবিষয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- জাতীয় শোক দিবস পালন: জাতির পিতার ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাপক এর উদ্যোগে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তারপর মিলাদ ও দোয়া মাহফিল এবং জুমে বঙ্গবন্ধু রচিত **'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'** গ্রন্থের উপর জুমে পাঠচক্র ও আলোচনার আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাপক প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটে জাতীয় শোক দিবস আয়োজন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীর কর্মসূচিতে বাপক এর উদ্যোগে পর্যটন ভবনের তৃতীয় তলায় ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ **(ক) বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন** করা হয়েছে এবং পর্যটন ভবন প্রাঙ্গনে **(খ) ফুড ফেস্টিভালের আয়োজন** করা হয়েছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত বঙ্গবন্ধু কর্ণার এবং ফুড ফেস্টিভালের শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে একই মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মহোদয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর চেয়ারম্যান মহোদয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসমূহের সভাপতিত্ব করেন। **(গ) ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ বাপক এর উদ্যোগে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে জাতির বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, দোয়া মাহফিল এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়**। দোয়া মাহফিল এবং আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ, পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন, বাণিজ্যিক এবং পরিকল্পনা)। **(ঘ) বিকাল ৪:৩০ টায় মহান জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত শপথ অনুষ্ঠানে বাপক এর চেয়ারম্যান মহোদয় অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথি মহোদয়গণের সাথে উপস্থিত ছিলেন।** বাপক এর কর্মকর্তাগণ সংস্থার পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন, বাণিজ্যিক এবং পরিকল্পনা) মহোদয়ের নেতৃত্বে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বাপক পর্যটন ভবনে বিটিভি তে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শপথ গ্রহণ করেন। জাতীয় কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক ব্যানার এবং মাস্ক তৈরী করা হয়।

বঙ্গবন্ধু কর্নারের শুভ উদ্বোধন

খাদ্যোৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দোয়া-মাহফিল এবং আলোচনা সভা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শপথ পরিচালনা অনুষ্ঠানে বাপক এর অংশগ্রহণ (বিটিভি প্রচারিত লাইভের মাধ্যমে)

১৫) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

১। হোটেল অবকাশ, মহাখালী, ঢাকা

১৯৭৪ সালে এডিপি ও সংস্থার অর্থায়নে ০.৭৬৮০ একর জমিতে হোটেল অবকাশ এবং জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (এনএইচটিটিআই) নির্মাণ করা হয়। হোটেলটি একটি এ্যাপ্লিকেশন হোটেল হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট প্রদানের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ৩৫ কক্ষবিশিষ্ট হোটেলটিতে বর্তমান ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এখানে ২২টি এসি ডিলাক্স ও ১৩টি স্ট্যান্ডার্ড এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ (মালঞ্চ রেস্তোরাঁ), ১৫০ আসনবিশিষ্ট একটি এসি ব্যাঙ্কুয়েট হল, ৪০ আসনবিশিষ্ট একটি এসি কনফারেন্স হল, ২০ আসনবিশিষ্ট একটি কফি শপ ও একটি বেকারী এ্যান্ড পেস্ট্রি শপ বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

হোটেল অবকাশ ভবন

২। এনএইচটিটিআই, মহাখালী, ঢাকা

পর্যটন শিল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বাণিজ্যিক কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি ১৯৭৪ সালে জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (এনএইচটিটিআই) প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রতিষ্ঠান (এনএইচটিটিআই) ও ডিউটি ফ্রি

অপারেশন্স (ডিএফও) এর পুরোনো ভবন একই সঙ্গে মোট ০.৭৬৮০ একর জমির উপর অবস্থিত। এ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সে এ যাবত প্রায় ৫২,০০০ (বায়ান্ন হাজার) ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

৩। হোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ১.৩৬৭ একর জায়গার উপর ১৯৭৮ সালে মোটেল সৈকতের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। হোটেল সৈকতের মূল ভবনটি পুরাতন হওয়ায় ২০০৩ সালে সেটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। একই স্থানে গত ০৩ মে ২০১৬ তারিখে হোটেল সৈকত-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোট ১৫৩ কক্ষের হোটেলটিতে ০১টি ইন্টারন্যাশনাল স্যুইট রুম, ০৭টি এসি স্যুইট রুম, ৬১ এসি ডিলাক্স কুইন রুম, ৬৪টি এসি স্ট্যান্ডার্ড টুইন/কুইন বেড ও ২০টি নন-এসি টুইন/কুইন কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া ৩০০ আসনবিশিষ্ট ০২টি কনফারেন্স হল, ১০০ ও ৫০ আসনবিশিষ্ট দুটি মিনি কনফারেন্স হল, ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, জিমনেশিয়াম, লন্ড্রী ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত কার পার্কিং সুবিধা আছে।

৪। হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ২.৮২ একর জায়গার উপর ১৯৮৩ সালে তিনতলা বিশিষ্ট হোটেল শৈবাল নির্মিত হয়। ২৪ কক্ষের হোটেলটিতে ০২টি রয়েল এসি স্যুইট কক্ষ, ২০টি এসি টুইন বেডেড ডিলাক্স কক্ষ এবং ০২টি স্ট্যান্ডার্ড কক্ষ রয়েছে।

হোটেলটিতে ৫০ আসনের একটি কনফারেন্স হল ও ১০০ আসনবিশিষ্ট উন্নতমানের 'সাগরিকা রেস্তোরাঁ' রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে গলফ্ বার, হোটেল থেকে সী বীচ পর্যন্ত ওয়াকওয়ে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীন। চিত্ত বিনোদনের জন্য হোটেলের সম্মুখে ঘাট বাঁধানো একটি বিশাল পুকুর রয়েছে।

৫। মোটেল প্রবাল, কক্সবাজার

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ৮.২৭ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট 'পর্যটন মোটেল প্রবাল' এর ভবন ১৯৬২-১৯৬৩ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে এটি বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর নিকট থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে হস্তান্তর করা হয়। সে সময় থেকে এ মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩৮ কক্ষের মোটেলটিতে ০৮টি টুইন বেড এসি, ৩০টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ১২টি ডরমিটরী ও ০৯টি ইকোনমি কক্ষ আছে। উন্নত অতিথি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ০৫টি হানিমুন কটেজ আছে। এখানে ৫০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

৬। মোটেল উপল, কক্সবাজার

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ৫.১০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট 'পর্যটন মোটেল উপল' এর ভবন ১৯৬২-১৯৬৩ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে এটি বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর নিকট হতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। সে সময় থেকে এ মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩৮ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ১৮টি এসি টুইন বেড, ২০টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। ০১টি ডরমিটরী কক্ষ ও ০১টি ৫০ আসনের রেস্তোরাঁও রয়েছে। উন্নত অতিথি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ০৫টি লাক্সারী কটেজ আছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বিমান-এর কক্সবাজারস্থ অফিস এবং ০১টি ট্রাভেল এজেন্সীর অফিস এ মোটেলে অবস্থিত।

৭। মোটেল লাবণী, কক্সবাজার

কক্সবাজারস্থ মোটেলটি ২.৪৮ একর জায়গার উপর অবস্থিত। সৈকত নিকটবর্তী হওয়ায় এ মোটেলের নামানুসারে লাবণী পয়েন্টের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে নির্মিত মোটেলটির মূল ভবনে মোট ৬০টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে ২০টি এসি টুইন কক্ষ, ৩৭টি নন-এসি টুইন-বেড ও ২৩টি নন-এসি কাপল-বেড কক্ষ রয়েছে। ৮০ আসন বিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও ৬০ আসন বিশিষ্ট কনফারেন্স হল আছে। এছাড়াও ১৯৮১-১৯৮২ সালে লাবণী ইয়ূথ ইন নামে একটি ডরমিটরী নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ভবনটি ভেঙ্গে অপর একটি ভবন তৈরী করা হয়। ভবনটিতে ১৮টি এসি, ১৭টি নন-এসি ও ০৫টি ডরমিটরী কক্ষ রয়েছে। বর্তমানে ভবনটি আইএফআরসি-এর নিকট মাসিক ভিত্তিতে ভাড়া প্রদান করা হয়েছে।

৮। হোটেল নেটং, টেকনাফ

কক্সবাজার থেকে ৮৩ কিঃ মিঃ দূরে টেকনাফ উপজেলার নিকটবর্তী একটি নির্জন পরিবেশে কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের ডানপাশে ২.০০ একর জায়গার হোটেলটির অবস্থান। ২০০০ সালে হোটেল নেটং-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৫ কক্ষবিশিষ্ট আধুনিক মানের হোটেলটিতে ০১টি স্যুইট, ০৪টি টুইন বেড এসি ও ১০টি টুইন বেড নন-এসি কক্ষ রয়েছে। হোটেলটিতে উন্নতমানের ৫০ আসনবিশিষ্ট 'মাথিন' রেস্তোরাঁ রয়েছে।

৯। পর্যটন মোটেল, বান্দরবান

৭.০০ একর জায়গার উপর ২০০৩ সালে নির্মিত তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, বান্দরবান-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। শহরের প্রবেশমুখে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রের সম্মুখে মোটেল বান্দরবান অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মোটেলটির ২৬টি কক্ষের মধ্যে ০১টি রয়েল এসি স্যুইট, ০৩টি এসি ডিলাক্স, ০৭টি এসি টুইন বেড ও ১৫টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ১০০ আসনবিশিষ্ট ০১টি এসি কনফারেন্স হল ও ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

১০। পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙ্গামাটি

২৮.৩২ একর জমিতে ডিয়ার পার্ক নামীয় স্থানে পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙামাটি অবস্থিত। প্রাথমিকভাবে একটি দ্বিতল মোটেলে ১৯৭৮ সালে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। এ পুরাতন মোটেলটিতে ১৯টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ০৯টি এসি টুইন বেড, ০৩টি এসি কাপল বেড ও ০৭টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ আছে। মানসম্মত ০৪টি কটেজ রয়েছে। মোটেল চত্ত্বরে ০২টি আকর্ষণীয় ট্রাইবাল কটেজও নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৩ সালে নতুন ভবন নির্মাণ করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। লিফট্ সমৃদ্ধ নির্মিত ভবনে ৪৯টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ০২টি এসি স্যুইট রুম, ১৪টি এসি টুইন বেড, ০৭টি এসি কাপল বেড ও ২৬টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, ০১টি ফাস্ট ফুড কর্ণার, গার্ডেন রেস্তোরাঁ, স্বল্প পরিসরে শিশু বিনোদন পার্ক, কনফারেন্স হল, ট্যুরিস্ট রিক্যুইজিট শপ, অডিটোরিয়াম রয়েছে। চিত্তাকর্ষণের জন্য লেকের উপর দুটি পাহাড়ের সংযোগস্থলে ০১টি ঝুলন্ত ব্রীজ রয়েছে যা কমপ্লেক্সের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ। এছাড়া অতিথিদের লেকে ভ্রমণের জন্যে ১৬ আসন বিশিষ্ট ১টি ইঞ্জিন বোট এবং ১টি ৪ আসন বিশিষ্ট স্পীড বোট রয়েছে।

১১। পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ি

৬.৫০ একর জায়গার উপর ২০০৩ সালে নির্মিত তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোটেলটি খাগড়াছড়ি শহরের প্রবেশ মুখে চেঙ্গী নদীর তীরে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। মোটেলটিতে ২৫টি কক্ষের মধ্যে ০১টি এসি স্যুইট, ০৮টি এসি টুইন বেড ও ১৬টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ১০০ আসনবিশিষ্ট ০১টি এসি কনফারেন্স হল ও ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

১২। পর্যটন মোটেল, সিলেট

সিলেট শহর থেকে প্রায় ০৭ কিঃ মিঃ দূরে বিমান বন্দর সড়কের বড়শলা নামক স্থানে সিলেট ক্যাডেট কলেজ ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাঝামাঝি জায়গায় ২৭.০০ একর জমির উপর পর্যটন মোটেল, সিলেট অবস্থিত। ১৯৯৪ সাল থেকে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২৮ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ০৫টি এসি কাপল/কুইন, ১০টি এসি টুইন বেড ও ১৩টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এখানে ৬০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ এবং ১০০ আসনবিশিষ্ট ০১টি কনফারেন্স হল রয়েছে। মোটেলটিতে ০১টি ইকোপার্ক, চিলড্রেন্স মিনি পার্ক ও ০২টি ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে।

১৩। পর্যটন মোটেল জাফলং, সিলেট

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন জাফলং গুচ্ছ গ্রাম মেইন রোডের পশ্চিশ পার্শ্বে ৪.৫০ একর জমি নিয়ে ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ সালে তিনতলা ভবন নির্মাণের মাধ্যমে পর্যটন মোটেল জাফলং-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোটেলটিতে মোট

০৪টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে। যার মধ্যে এসি টুইন বেড ৩টি এবং এসি কাপল বেড ১টি। ভবনের দ্বিতীয় তলায় অতিথিদের জন্য ৫০ আসনের একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে।

১৪। পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর

১.১৫ একর জায়গার উপর ১৯৯৮ সালে নির্মিত দ্বিতল ভবনে পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে দুই দফায় উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে বর্তমানে ৪ তলা বিশিষ্ট মোটেলে পরিণত হয়েছে। মোটেলটিতে ক্যাপসুল লিফট্ স্থাপন করা হয়েছে। মোটেলটিতে এসি ডিলাক্স কক্ষ ১২টি, ০৬টি এসি টুইন বেড কক্ষ ও ০২টি নন-এসি ইকোনমি কক্ষ এবং ৩০ আসন বিশিষ্ট একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে। এছাড়া, ১২০ আসনবিশিষ্ট একটি সম্মেলন কক্ষ ও চিলড্রেন্স কর্ণার রয়েছে।

১৫। পর্যটন মোটেল, রংপুর

২.০০ একর জায়গার উপর ১৯৯০ সালে নির্মিত দুইতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, রংপুর-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩৪ কক্ষের মোটেলটিতে ০২টি ভিআইপি স্যুইট, ৩২টি এসি ডিলাক্স, ০৪টি ইকোনমি কক্ষ, ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্তোরাঁ এবং ১৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি কনফারেন্স হল রয়েছে। ০১টি ট্যুরিস্ট রিক্যুইজিট শপ আছে।

১৬। পর্যটন মোটেল, রাজশাহী

২.০০ একর জায়গার উপর ১৯৭৯ সালে নির্মিত রাজশাহীর তিনতলা পর্যটন মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোটেলটিতে ৪৯টি কক্ষের মধ্যে ০৫টি ভিআইপি স্যুইট, ০৩টি এসি ডিলাক্স, ০৮টি এসি টুইন, ১০টি স্ট্যান্ডার্ড (ডাবল), ২৩টি এসি সিঙ্গেল কক্ষ রয়েছে। মোটেলটিতে ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল, ২৫ আসনের মিনি কনফারেন্স হল এবং ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ ও একটি ট্যুরিস্ট রিক্যুইজিট শপ আছে। এছাড়া একটি শিশু কর্ণার আছে।

১৭। পর্যটন মোটেল, বগুড়া

২০০৩ সালে পুরাতন মোটেলটি ভেঙ্গে ১.০০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, বগুড়া নির্মাণপূর্বক বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মানসম্মত মোটেলটিতে ২৮টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ০২টি এসি স্যুইট, ২০টি এসি টুইন বেড ও ০৬টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। মোটেলটিতে ৬০ আসনবিশিষ্ট উন্নতমানের ০১টি রেস্তোরাঁ, ৩৫০ আসনবিশিষ্ট এসি কনফারেন্স হল, ৩০ আসনবিশিষ্ট কফি শপ ও ০১টি ট্যুরিস্ট রিক্যুইজিট শপ আছে।

১৮। পর্যটন মোটেল, বেনাপোল

যশোর-বেনাপোল সড়কে বেনাপোল স্থলবন্দরের জিরো পয়েন্টের ২.২৫ কিঃ মিঃ অগ্রভাগে পর্যটন মোটেল, বেনাপোল-এর অবস্থান। মোটেলটি ২০০৩ সালে ১.০০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট ভবনে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ২০ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ০১টি স্যুইট, ০৬টি এসি টুইন বেড ও ১০টি নন-এসি টুইন বেড ও ০৪ শয্যাবিশিষ্ট ০৩টি ডরমিটরী রয়েছে। এছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, ২৫ আসন বিশিষ্ট নন-এসি কনফারেন্স হল, পর্যাপ্ত ওয়াশ রুম ও বিস্তৃত পরিসরে গাড়ী পার্কিং সুবিধা রয়েছে।

১৯। হোটেল পশুর, মংলা

বাংলাদেশের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর মংলায় পশুর নদীর তীরে ৩.০০ একর জায়গায় হোটেল পশুর অবস্থিত। জায়গাটি মংলা পোর্ট অথোরিটির নিকট থেকে ৩০ বছরের জন্য লীজ নেওয়া হয়। ২০০০ সালে দ্বিতলবিশিষ্ট হোটেল পশুর-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৬ কক্ষের হোটেলটিতে ০৩টি এসি কাপল বেড, ০৬টি এসি টুইন বেড, ০১টি নন-এসি কাপল বেড ও ০৬ টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ আছে।

২০। হোটেল মধুমতি, টুঙ্গীপাড়া

২০০১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান ও সমাধিস্থল গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় ১.৫০ একর জমির উপর দ্বিতল ভবনে হোটেল মধুমতির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২২ কক্ষবিশিষ্ট হোটেলটিতে ০৪টি এসি টুইন বেড, ০৫টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ ও ০৪ শয্যাবিশিষ্ট ১৩টি ডরমিটরী কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট আধুনিক রেস্তোরাঁ রয়েছে।

২১। পর্যটন হলিডে হোমস্, কুয়াকাটা

১৯৯৭ সালে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের ৫.০০ একর জায়গার উপর দ্বিতল ভবনে পর্যটন হলিডে হোমস্, কুয়াকাটা'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৭ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ০১টি এসি ডিলাক্স, ০৪টি এসি টুইন বেড, ০৫টি নন-এসি টুইন বেড, ০৬টি নন-এসি সিঙ্গেল বেড ও ০১টি ইকোনমি কক্ষ রয়েছে। ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি আধুনিক রেস্তোরাঁ রয়েছে। পরবর্তীতে ২.০০ একর জায়গা অধিগ্রহণ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কুয়াকাটা মোটেলের দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ পরিসরে নতুন ইয়ূথ ইন্ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে ০১ এসি রয়েল ডিলাক্স, ০২টি এসি টুইন, ০৩টি এসি কাপল, ০৪টি নন-এসি কাপল, ১০টি নন-এসি টুইন বেড, ৪ শয্যাবিশিষ্ট ০১টি এসি কক্ষ, ৪ শয্যাবিশিষ্ট ৩৫টি নন-এসি কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, মোটেলটিতে ৫০ আসন রেস্তোরাঁ ১০০ আসনবিশিষ্ট কনফারেন্স হল ও ৪০ আসনবিশিষ্ট মিনি কনফারেন্স হল আছে।

২২। **পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ি**

বাংলা সনেট প্রবক্তা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিবিজড়িত যশোরের সাগরদাঁড়িতে ২০০৩ সালে ০.৫০ একর জমির উপর পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। কমপ্লেক্সটিতে ০২টি আবাসিক কক্ষ ও ২৫ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্তোরাঁ রয়েছে।

২৩। পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে ২.০০ একর জমির উপর মোটেলটি অবস্থিত। এলাকাটি মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত। এখানকার ঐতিহাসিক আম্রকাননে ১৯৭১ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে। এ স্থানের খুব সন্নিকটে নির্মিত মোটেলটিতে মোট ১২টি কক্ষ আছে। এর মধ্যে এসি টুইন বেড স্যুইট কক্ষ-০২টি, এসি টুইন বেড কক্ষ-০৪টি, নন-এসি টুইন বেড কক্ষ-০৬টি। তাছাড়া, ৬০ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্তোরাঁ আছে।

২৪। মাধবকুন্ড রেস্তোরাঁ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার

১০ এপ্রিল ২০০০ সালে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার মাধবকুন্ড জলপ্রপাতের সন্নিকটে ৫.০০ একর জমিতে ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্তোরাঁ নির্মাণ করে পরিচালনা করা হচ্ছে। রেস্তরাঁটি মাধবকুন্ড জলপ্রপাত দেখতে আসা পর্যটকদের স্বাস্থ্যসম্মত প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করে থাকে।

২৫। জয় রেস্তোরাঁ, নবীনগর, সাভার, ঢাকা

জাতীয় স্মৃতিসৌধ-এর সম্মুখে ১৯৮৬ সালে দোতলা রেস্তোরাঁটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্মৃতিসৌধ চালু হওয়ার সময় তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশে এবং মন্ত্রিপরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে রেস্তোরাঁটি পরিচালনার দায়িত্ব বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে প্রদান করা হয়। তখন থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন 'জয় রেস্তোরাঁ' নামকরণ করে এটি পরিচালনা করে আসছে। এখানে রেস্তোরাঁ সুবিধা ছাড়াও ০১টি ফাস্ট ফুড শপ, ০১টি বার-বি-কিউ ও চটপটি শপ চালু রয়েছে। এতে ১২০ আসন বিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও ৬০ আসন বিশিষ্ট ফাস্ট ফুড শপ রয়েছে। এছাড়া, ভিআইপি অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য 'বংশী' নামে একটি রেস্ট রুম আছে।

২৬। সচিবালয় এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া

২০১০ সালে গণপূর্ত বিভাগের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৬ নং ভবনের নীচতলায় পশ্চিম পার্শ্বে খালি জায়গায় ছোট্ট পরিসরে 'এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া' নামে পরিচালনার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে আহ্বান জানানো হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের মে মাসে কেবিনেট মিটিং-এ এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া হতে খাদ্য সরবরাহের লক্ষ্যে কিচেনের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে ক্যাফেটেরিয়াতে ১৩৫০ বর্গফুট আয়তন এবং ৫০ জন লোক বসার ব্যবস্থা রয়েছে। ক্যাবিনেট মিটিংসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদামাফিক খাবার এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া, সচিবালয়ে আগত বিভিন্ন পর্যায়ের দর্শনার্থীসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এই ক্যাফেটেরিয়া থেকে দুপুরের খাবার গ্রহণ করে থাকেন।

২৭। সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়া

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংসদ সদস্য এবং ভিআইপিদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন 'সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়া'টি পরিচালনার জন্য গত ২০ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। জাতীয় সংসদ ভবনের ৩য় তলায় ভিভিআইপি এবং ভিআইপিদের জন্য ১৬০ আসন এবং ৯ম তলায় সুপ্রশস্ত কিচেনসহ ৫৮ আসনবিশিষ্ট সন্মানিত অতিথি ও সংসদ সচিবালয় স্টাফদের জন্য স্টাফ ক্যাফেটেরিয়া চালু আছে।

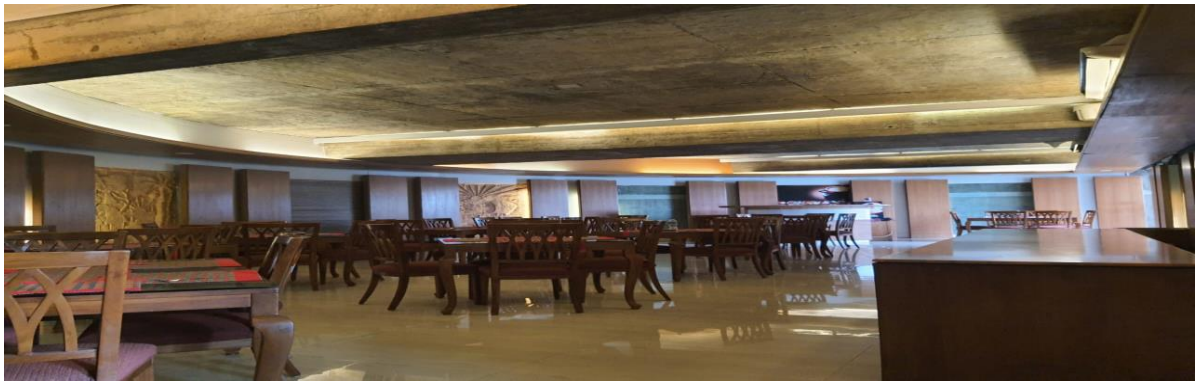

২৮। ময়ূরী ও ঈগল রেস্তোরাঁ, জাতীয় চিড়িয়াখানা

মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে ময়ূরী ও ঈগল নামীয় দু'টি রেস্তোরাঁ গত ৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও জাতীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে অত্র সংস্থা পরিচালনা করছে। ময়ূরী রেস্তোরাঁয় ১৩০ আসন ও ঈগল রেস্তোরাঁয় ৭০টি আসন রয়েছে। এখানে স্ন্যাক্স, লাঞ্চসহ চা/কফি ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়।

২৯। রেন্ট-এ-কার ও ভ্রমণ ইউনিট, ঢাকা

দেশি-বিদেশি পর্যটকদের পর্যটন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে এ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ইউনিটটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রেন্ট-এ-কার সার্ভিস এক সময় এ ক্ষেত্রে পথিকৃত হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এই বিভাগের দায়িত্বে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের বিনোদনের জন্য চন্দ্রা ও সালনায় ২টি পিকনিক স্পট, নারায়ণগঞ্জের পাগলায় এমএল শালুক নামক ৫০ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি ট্যুরিস্ট জাহাজ রয়েছে। পর্যটনবর্ষের কার্যক্রমের আওতায় গত ৪.২.২০১৮ তারিখে ৮টি গাড়ী রেন্ট-এ-কার ও ভ্রমণ ইউনিটে ভাড়া ও ট্যুর পরিচালনার কাজে সংযোজন করা হয়েছে।

৩০। পর্যটন মোটেল সোনা মসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন সোনা মসজিদ এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক নির্মিত মোটেলটির নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ঠিকাদারের নিকট থেকে বুঝে নেয়া হয়। পরবর্তীতে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে উচ্ছৃংখল জনতা মোটেলটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যে কারণে ঐ সময়ে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে মোটেলটির সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং গত ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী কর্তৃক শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। তিনতলা বিশিষ্ট মোটেলটিতে ০৬টি এসি কাপল বেডেড কক্ষ, ০৬টি এসি টুইন বেডেড কক্ষ ও ০৬টি নন-এসি টুইন বেডেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ৪ শয্যা বিশিষ্ট ১২টি ডরমিটরী কক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও সুপরিসর গাড়ী পার্কিং সুবিধা রয়েছে।

৩১। পর্যটন রেস্তোরাঁ, কান্তজিউ মন্দির, কাহারুল, দিনাজপুর

দিনাজপুরের কাহারুল উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কান্তজিউ মন্দিরের সন্নিকটে পর্যটন রেস্তোরাঁ, কান্তজিউ মন্দির-এর অবস্থান। রেস্তোরাঁটি ৫০ শতাংশ জমির উপর ২৭ নভেম্বর ২০১২ সালে নির্মিত হয়। রেস্তোরাঁটি নন-এসি ৪০ আসনবিশিষ্ট। এখানে ০২টি এসি রুম আছে। এছাড়া, আগত পর্যটকদের জন্য টয়লেট সুবিধা আছে।

৩২। চন্দ্রা পিকনিক স্পট, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত চন্দ্রা পিকনিক স্পটটি বন অধিদপ্তরের ২.১৯ একর জায়গার উপর স্থাপিত। স্পটটি দীর্ঘকাল ধরে পিকনিক স্পট হিসেবে এ সংস্থার অধীনে পরিচালিত হলেও গত ২০.১১.২০১৪ তারিখে বন অধিদপ্তরের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে এ স্থানটিতে পর্যটকদের অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এ স্থানে বর্তমানে রেস্তোরাঁ, বিশ্রামাগার, টয়লেট সুবিধা, শিশুদের বিনোদন ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধাদি প্রবর্তন করা হয়েছে।

৩৩। **রুফটপ রেস্টুরেন্ট, পর্যটন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা**

শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও এলাকায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর প্রধান কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের জন্য গত ২০১৭ সালে প্রণীত মূল ডিপিপি-তে 'পর্যটন ভবন' এর ১৩তম ফ্লোরে একটি 'রুফটপ রেস্টুরেন্ট' স্থাপন করার বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক একনেকে অনুমোদিত হয়। সে আলোকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক একটি 'রুফটপ রেস্টুরেন্ট'টি স্থাপন করা হয়েছে। রেস্টুরেন্ট ফ্লোরের মোট আয়তন ৬,৬০০ বর্গফুট, তন্মধ্যে ওপেন টেরেসের আয়তন ১২৭৫ বর্গফুট। রেস্টুরেন্টের ক্যাপাসিটি ১৫০ আসন। এখানে অত্যাধুনিক ১টি কিচেন (১৩১০ ব.ফু.) এবং ৫টি টয়লেট এবং ৮টি ওয়াশ বেসিন সুবিধা রয়েছে। রেস্টুরেন্টের জন্য ১টি সার্বক্ষণিক লিফট এবং সুবিস্তৃত বেইজমেন্ট পাকিং সুবিধা রয়েছে। গত ৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ রেস্তোরাঁর বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনা চুক্তির অধীনে পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ:

১। সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বার, শাহবাগ, ঢাকা

সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বারটি ঢাকা শহরের শাহবাগ এলাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এর বিপরীতে ডিএসসিসি (সাকুরা মার্কেট) মার্কেটের ২য় তলায় ৩৮২৭.৫৩ বর্গফুট জায়গায় অবস্থিত। ১৯৭৭/৭৮ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বারটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে এ বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মেসার্স আসিফ ট্রেডার্স নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

২। রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বার, মহাখালী, ঢাকা

রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বারটি মহাখালীস্থ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পুরাতন ভবনের নীচতলায় ২৭৫৮.৯৩ বর্গফুট জায়গায় অবস্থিত। ১৯৭৬/৭৭ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বার নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। বর্তমানে মেসার্স নেষ্ট নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৩। বগুড়া বার, পর্যটন মোটেল, বগুড়া

বগুড়া বারটি পর্যটন মোটেল বগুড়া চত্বরে অবস্থিত। ১৯৮২/৮৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বগুড়া বার নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। মোটেলে আগত পর্যটক ও স্থানীয় পারমিটধারী ব্যক্তিবর্গের জন্য বারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বারটি ২৫-৩০ আসনবিশিষ্ট। বারটি ০.০৫৬৫ একর জমির উপর ৪৫০ বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট। বর্তমানে মেসার্স ট্রেন্ডসেটার্স নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৪। রাজশাহী বার, পর্যটন মোটেল, রাজশাহী

রাজশাহী বারটি পর্যটন মোটেল রাজশাহী চত্বরে অবস্থিত। ৩তলা ভবনে নির্মিত বারটি ৩.৬৭ ডেসিমাল জায়গার উপর অবস্থিত। ২৫-৩০ আসনবিশিষ্ট বার ভবনের প্রতি তলায় ০২টি করে কক্ষ আছে। এছাড়া, কিচেন, ওয়াশ রুম, পার্কিং এরিয়া আছে। ১৯৮২-৮৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রাজশাহী বার নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। বর্তমানে মেসার্স ট্রেন্ডসেটার্স নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৫। মংলা বার, হোটেল পশুর, মংলা

মংলা বারটি হোটেল পশুর, মংলা চত্বরে অবস্থিত। ৭৫০ বর্গফুট আয়তনের বার ভবনটি ৩৫ আসনবিশিষ্ট। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মংলা বার নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। বর্তমানে এম. এইচ. চৌধুরী নামীয় ব্যক্তির মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৬। সিলেট বার, সিলেট

সিলেট বারটি পর্যটন মোটেল, সিলেট চত্বরে অবস্থিত। ১০৪৯ বর্গফুট আয়তনের বার ভবনটি ২৫ আসনবিশিষ্ট। ২০১৩/১৪ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সিলেট বার নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। বর্তমানে এস. এ. এস. ট্রেডার্স নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৭। মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বার, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জস্থ পাগলার ভিআইপি জেটিতে অবস্থিত মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বারটি বিগত ১৯৮৩/৮৪ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে ভিআইপি জেটির মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যা-মেঘনা নদীতে নৌ-ভ্রমণ করার সময় এ রেস্তোরাঁ ও বার থেকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়। ২০১৪ সালে ভয়াবহ আগুনে মেরী এন্ডারসন জাহাজটি পুড়ে ভস্মিভূত হয়। প্রায় তিন বছর বারের কার্যক্রম বন্ধ থাকার পর ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বিআইডব্লিউটিসি-এর নিকট থেকে ভাড়া করা জাহাজে রেস্তোরাঁ ও বারটি মেসার্স সোনারগাঁও ট্যুরিজম নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে।

৮। রেস্তোরাঁ ও বার মোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম

সৈকত বারটি হোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম চত্বরে অবস্থিত। ১৯৮২/৮৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের হোটেল সৈকত নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। ৩৫ আসনবিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও বারটির মোট আয়তন ১২৪৮.৫০ বর্গফুট। বর্তমানে সুবর্ণা এন্টারপ্রাইজ নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৯। ভাটিয়ারী গলফ্ ক্লাব বার, ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভাটিয়ারী গলফ্ এন্ড কান্ট্রি ক্লাব-এর সাথে প্রথমে ০১.০৫.২০০০ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিটি প্রতি ০২ বছর পর পর নবায়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি বার্ষিক প্রিমিয়াম পরিশোধ করলেও বার লাইসেন্স নবায়নের বিষয়টি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিকট প্রক্রিয়াধীন।

১০। ফয়'স লেক, চট্টগ্রাম

ফয়'স লেককে আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ০৮.০৯.২০০৫ তারিখে বাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও মেসার্স কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোঃ লিঃ-এর মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে নানাবিধ উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করে পার্কটি পরিচালিত হচ্ছে। এখানে শিশু বিনোদনের জন্য আন্তর্জাতিকমানের বিভিন্ন ধরণের রাইডস্ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, লেকে ওয়াটার রাইডস্ চালু করা হয়েছে। পর্যটকদের অবস্থানের জন্য এ বিনোদন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে রিসোর্ট স্থাপন করা হয়েছে।

১১। গলফ্ বার, কক্সবাজার

কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবাল সংলগ্ন গলফ বারটি কক্সবাজারে আগত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য বিগত ১৯৮২/৮৩ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বারটি একটি দৃষ্টিনন্দন পরিবেশে অবস্থিত। ৪০ আসনবিশিষ্ট বারটির মোট আয়তন ২৫০০ বর্গফুট। বর্তমানে বারটি মেসার্স অপটিমা ট্যুরিজম নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

১২। পর্যটন সুইমিং পুল, হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার

গত ২৪.১২.২০০৭ তারিখে কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবালের আওতাধীন সুইমিংপুলটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য মেসার্স এলিট একোয়াকালচার লিমিটেড নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫ বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি সুইমিং পুল কমপ্লেক্সে নিজস্ব অর্থায়নে ভবন নির্মাণপূর্বক 'লাইফ ফিশ' নামীয় একটি রেস্তোরাঁ চালু করে।

১৩। পর্যটন বার, রাঙামাটি

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙামাটি-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বারটি ইতঃপূর্বে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লীজ চুক্তিতে পরিচালিত হলেও বর্তমানে বারটি সংস্থার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রয়েছে কিন্তু কোন বাণিজ্যিক কর্মকান্ড নেই। বারটি পুনরায় লীজ প্রদানের নিমিত্ত কয়েক দফা দরপত্র আহ্বান করা হলেও আগ্রহী দরদাতা না পাওয়ায় পুনরায় লীজ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

১৪। চিলড্রেন্স এ্যামিউজমেন্ট পার্ক লিমিটেড, সিলেট

পর্যটন মোটেল সিলেট সংলগ্ন ১৩ একর খালি জমিতে বিওটি পদ্ধতিতে চিলড্রেন্স এ্যামিউজমেন্ট পার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে মেসার্স সিলেট শিশু পার্ক নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৬.০১.২০০৩ তারিখে ১৫ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পুনরায় নবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন শিশু বিনোদনের জন্য বিভিন্ন ধরণের রাইডস্ স্থাপন করেছে।

ডিউটি ফ্রি শপ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিদেশগামী বিমান যাত্রীদের জন্য ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তেজগাঁও বিমান বন্দরে প্রথম শুল্কমুক্ত বিপণী উদ্বোধন করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু হবার পর পর্যায়ক্রমিক বাণিজ্যিক প্রসারের প্রেক্ষিতে আগমন, বহির্গমন ও ট্রানজিট লাউঞ্জে পৃথক তিনটি বিপণী চালু করা হয় এবং একই বিমান বন্দরে ট্রানজিট যাত্রীসহ ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষমান যাত্রীদের আপ্যায়নের সুবিধার্থে ১লা জানুয়ারী ১৯৮১ হতে স্ন্যাকস্ কর্ণার চালু হয়। অপরদিকে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য ১৯৯০ সালে একটি শুল্কমুক্ত বিপণী (আগমন) এবং পরবর্তীতে ২০০৪ সালে ১১ই মে শুল্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন) চালু করা হয়। এছাড়াও চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিগত ০৭-০৮-২০০৩ তারিখে শুল্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন/আগমন ও স্ন্যাকস কর্ণার) চালু করা হয়। সর্বশেষ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ট্রানজিট যাত্রীগণের সুবিধার্থে ট্রানজিট লাউঞ্জে ড্রিংকস কর্ণার চালু করা হয়। সে মোতাবেক বিদেশগামী যাত্রীদের সেবা প্রদান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিম্নোক্ত শুল্কমুক্ত বিপণী ও স্ন্যাকস কর্ণারসমূহ বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত শুল্কমুক্ত বিপণী ও স্ন্যাক্স কর্ণারসমূহের বিবরণঃ

	সংখ্যা	অবস্থান
শুল্কমুক্ত বিপণী	০৭ টি	১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ -০৩টি (আগমন, বহির্গমন ও ট্রানজিট) ২) শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ - ০২টি (আগমন ও বহির্গমন) ৩) ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ - ০২টি (আগমন ও বহির্গমন)
স্ন্যাকস ও ড্রিংকস কর্ণার	০৫ টি	১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ - ০২টি ২) শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ - ০৩টি
কফি শপ	০২ টি	১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ - ০২টি (আগমন ও বহির্গমন)
সুইটস্ কর্ণার	০১ টি	১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ - ০১টি (বহির্গমন)

শুল্কমুক্ত বিপণীতে বিক্রয়যোগ্য মালামালের বিবরণ

বিপণীতে বিক্রয়কৃত পণ্যসমূহঃ আমদানীকৃত পণ্যঃ বিদেশ হতে আমদানীকৃত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট, হুইস্কি, ভদকা, রাম, জিন, ওয়াইন, বিয়ার, বিভিন্ন ধরণের চকলেট, সানগ্লাস, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পারফিউম, আফটার শেভ, (গুড়ো দুধ, ফ্লেভার ড্রিংকস্) কসমেটিকস, টয়লেট্রিজ, ওয়াশিং সামগ্রী ইত্যাদি।

স্থানীয় পণ্য: মুক্তার তৈরী অলংকার, সিল্ক শাড়ী, জামদানী শাড়ী, কাতান শাড়ী, টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ী, খদ্দরের পোশাক, ফতুয়া, পাঞ্জাবী, সেলওয়ার-কামিজ, শাল, নকশী কাঁথা, নকশী করা বেডশীট, গ্রামীণ চেকের পোশাক, বিভিন্ন ধরণের পাট ও চামড়ার ব্যাগ, মনোমুগ্ধকর বিভিন্ন ধরণের স্যুভেনির ও শো পিস এবং আরো অনেক হস্তশিল্প পণ্য, তৈরী পোশাক সামগ্রী ইত্যাদি।

জব্দকৃত পণ্য: সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জব্দকৃত মদ্য জাতীয় পণ্য ও সিগারেট একটি নির্ধারিত মূল্য (যে কোন ব্র্যান্ডের প্রতি বোতল এ্যালকোহল ৩০০/- টাকা এবং প্রতি মিনি কার্টুন সিগারেট ১৫০/- টাকা যথাযথভাবে পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে সংস্থার নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশগামী (বহির্গমন ও ট্রানজিট) যাত্রীদের নিকট বিক্রয় করা হয়।

ডিউটি ফ্রি অপারেশন্স- এর সার্বিক কার্যক্রম

ডিউটি ফ্রি অপারেশন্স হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০৩টি, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০২টি ও চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০২টি শুল্কমুক্ত বিপণীর মাধ্যমে বিদেশ হতে আগত ও বিদেশগামী যাত্রীদের নিকট শুল্কমুক্ত পণ্য বিক্রির সেবা প্রদানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে; দেশি-বিদেশি যাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় পণ্য/স্যুভেনির বিক্রয় সেবা প্রদান;

- বিক্রয়তব্য পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা;
- আমদানীকৃত বন্ডেড পণ্য গুদামে সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের জন্য বিপণীতে স্থানান্তর প্রেরণ করা;
- স্ন্যাকস কর্ণার/ড্রিংকস কর্ণার এর মাধ্যমে বহিঃগামী/ট্রানজিট যাত্রীদের আপ্যায়ন সেবা প্রদান;
- চাহিদা মোতাবেক বিপণীতে আগত যাত্রীদের ডিউটি ফ্রি পণ্যসহ অন্যান্য তথ্য সেবা প্রদান;
- যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী বিপণীসমূহে নতুন নতুন শুল্কমুক্ত পণ্য সামগ্রী আমদানির মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করা;
- বিপণীসমূহে শুল্কমুক্ত পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে আমদানি পাইপ লাইন সচল রাখা;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ডলারের আমদানি প্রাপ্যতা সংগ্রহ করা;
- আমদানি প্রাপ্যতা অনুযায়ী বাৎসরিক আমদানি সংগ্রহ পরিকল্পনা করা;
- আমদানি পরিকল্পনার এ্যালকোহলিক অংশ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে অনুমোদন করা;
- ডিউটি ফ্রি পণ্যের ক্রয় সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে ব্যবস্থাপক, শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহ এর ফোন নং- ০১৯১১৪৪৬৯০৬ এ অবগত করলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিগত বছরের আয়-ব্যয় এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব বিবরণী:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	অপারেটিং ব্যয়	অপারেটিং লাভ/ক্ষতি	অবচয়	মোট ব্যয়	কর পূর্ব লাভ/ক্ষতি
২০২১-২২	**৩৯১৫.১৬**	**৩৫৯৬.৮২**	৩১৮.৩৪	১৮.৭৯	**৩৬১৫.৬১**	২৯৯.৫৫

১৫) বাপক এর ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা:

- টুঙ্গীপাড়ায় প্রাকৃতিক গ্রামীণ পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে পর্যটন উন্নয়ন;
- কক্সবাজারস্থ খুরুশকুলে শেখ হাসিনা টাওয়ারসহ ট্যুরিস্ট জোন স্থাপন;
- রংপুর জেলার পীরগঞ্জে ড. ওয়াজেদ মিয়ার বাড়ীতে একটি লাইব্রেরী ও স্মৃতি কেন্দ্র নির্মাণ;
- ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুরে পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- জামালপুরস্থ মেলান্দহে পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- সুনামগঞ্জ জেলার বারেকের টিলায় পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- বাপক এর মহাখালীস্থ ভবনের স্থলে বহুতল বিশিষ্ট নতুন ভবন নির্মাণ;
- কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবাল এবং মোটেল উপল এর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ;
- কক্সবাজারস্থ বাপক মোটেল লাবণীর স্থলে প্রশিক্ষণ সুবিধাদিসহ আধুনিক মানসম্পন্ন হোটেল নির্মাণ;
- কক্সবাজারস্থ ঝিনুক মার্কেট কম্পাউন্ডে হোটেল লাবণ্য নির্মাণ;
- কক্সবাজারস্থ বাপক মোটেল প্রবালের জায়গায় পাঁচ তারকামানের হোটেল নির্মাণ;
- প্রশিক্ষণ সুবিধাদিসহ বরিশালে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;
- চাঁদপুরের ষাটনলে নদীকেন্দ্রিক পর্যটন উন্নয়ন;
- কক্সবাজারে সংস্থার নিজস্ব জমিতে আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- বৃহত্তর যশোরের ঝিনাইদহে পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ;
- নাটোরের গণভবনে পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ;
- বান্দরবানের ডিম পাহাড় এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ;
- পায়রা বন্দর এলাকায় পরিবেশ বান্ধব পর্যটন উন্নয়ন;
- পদ্মা সেতু এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- রাঙ্গামাটিস্থ ঝুলন্ত ব্রীজ পুন:নির্মাণ।

উপসংহার

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য উদ্যোগী এবং নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করেছে। তখন থেকে এ সংস্থা কখনো সরকারি বরাদ্দে আবার কখনো নিজস্ব আয় থেকে এদেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এ সংস্থার একদিকে নিজের বাণিজ্যিক লাভ এবং অন্যদিকে নিজস্ব আয় থেকে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ক্রমবর্ধমান চাহিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্থার বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ করতে হচ্ছে। এ দায়বদ্ধতা থেকে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের আয় থেকে জাতীয় রাজস্ব খাতে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করা হয়। নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত অতিথি সেবার পাশাপাশি বাপক-এর বাণিজ্যিক ইউনিটগুলো বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারীকালীন করোনা যুদ্ধের সম্মুখ যুদ্ধের যোদ্ধা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবা প্রদানসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাভাবিক সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের নির্দেশনা প্রতিপালন করে এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা ও অতিথি সেবার মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান হিসেবে সফলতার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি এ সংস্থার অর্জিত অর্ধ-শতাব্দির অভিজ্ঞতা এবং ইনোভেশনের মাধ্যমে এদেশের পর্যটন শিল্প ভবিষ্যতে কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবে রূপ নিবে।

-------- o -------